CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 June, 2024 ■ আগরতলা ৫ জুন ২০২৪ ইং ■ ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

# এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠ, চমক ইন্ডি জোটেরও

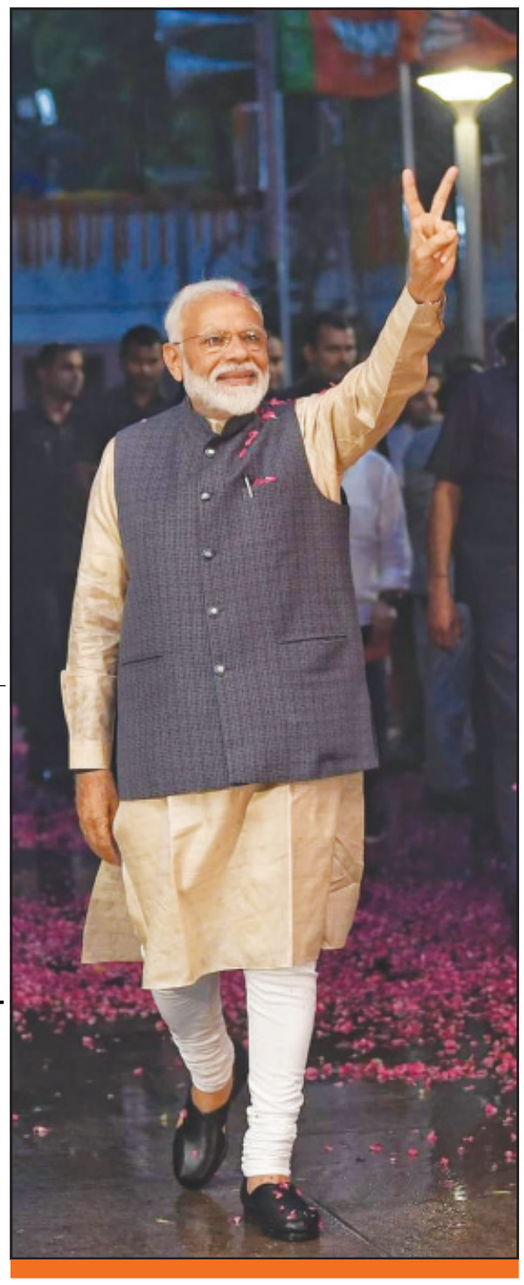

**নয়াদিল্লি, ৪ জুন ।।** এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষনে দাঁড়িয়েছে গোটা দেশ। লোকসভা নির্বচনে জনতার রায়ে বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়েরই মুখে হাঁসি ফুটেছে। তবে, তৃতীয়বারের জন্য দিল্লির মসনদে বসতে বিজেপিকে টিডিপি ও জেডিইউ'র মুখাপেক্ষি হয়ে থাকবে হবে। তেমনি, ইন্ডি জোটও একক ক্ষমতায় কেন্দ্রের শাসকের আসনে বসতে পারবে না। গণনায় প্রাথমিক অনুমান থেকেই দুই শিবিরেই স্পষ্ট হয়েছে শরিকদের কাছে টানতে হবে। অবশ্য, সন্ধ্যায় বিজেপি মুখ্য কার্যালয়ে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী আত্মবিশ্বাসের সুরে দাবি করেছেন, তৃতীয় বারের জন্য এনডিএ সরকার গঠন হবেই। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এনডিএ সরকার গঠন এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। সাথে তিনি, আগামীর রূপরেখাও এদিন এঁকে দিয়েছেন। অন্যদিকে, কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধী এই জয় জনগনের বলে দাবি করেছেন। পাশাপাশি কংগ্রেস ও তৃণমুল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি নির্বাচনে নৈতিক হার স্বীকার করে নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

৫৪৩ আসনের লোকসভা নির্বাচনে ম্যাজিক ফিগার ২৭২। ২০১৪ ও ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে গোটা দেশ বিজেপির সুনামি লক্ষ্য করেছে। তাতে অবশ্যই উত্তর প্রদেশের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু, এবার সেই উত্তর প্রদেশেই বিজেপিকে কড়া মোকাবিলার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সমাজবাদী পার্টি যোগীর রাজ্যে সর্ববৃহৎ দল হিসেবে উঠে এসেছে। ফলে, বিজেপি একক ভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। বলাই বাহুল্য, কোনও রাজনৈতিক দলই লোকসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠাতা অর্জন করতে পারেনি। তবে, এককবৃহত্তম দল হিসেবে ২০২৪

| ফলাফল | জয় | এগিয়ে | মোট |
|---|---|---|---|
| বিজেপি | ২২১ | ১৯ | ২৪০ |
| কংগ্রেস | ৮৭ | ১২ | ৯৯ |
| এসপি | ৩৫ | ২ | ৩৭ |
| আইটিসি | ২৮ | ১ | ২৯ |
| ডিএমকে | ১৪ | ৮ | ২২ |
| জেডি(ইউ) | ১২ | ০ | ১২ |
| টিডিপি | ১০ | ৬ | ১৬ |

লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি নিজেদের অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে এই নির্বাচনে উঠে এসেছে। তাতেই বিজেপি ও কংগ্রেস উভয় শিবিরেই কেন্দ্রের ক্ষমতা দখলে ঘুঁটি সাজানো শুরু হয়ে গেছে।

তৃতীয়বারের জন্য বিজেপির জয়ে দলীয় কর্মীদের প্রতি কুর্নিশ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। মঙ্গলবার এক টুইট বার্তায় অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'তৃতীয়বারের জন্য বিজেপির এই জয় আমাদের কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। এই জয়ের জন্য আমি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা এবং দেশের প্রতিটি প্রান্তে কঠোর পরিশ্রম করা সমস্ত বিজেপি কর্মীদের অভিনন্দন জানাই। বিজেপির কাছে নিজস্ব কর্মীরা সবচেয়ে বড় সম্পদ।'

অমিত শাহ এক্স বার্তায় আরও জানিয়েছেন, 'উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে দ্বারে দ্বারে, রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে আপনারা সবাই যে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মোদীজির জন্য জনগণের আশীর্বাদ চেয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই এই প্রচেষ্টার জন্য।'

এদিকে, উত্তরপ্রদেশের বারাণসী লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে জিতেছেন বিজেপি প্রার্থী ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের অজয় রাইকে ১ লাখ ৫২ হাজার ৫১৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন।

অন্যদিকে, লোকসভা ভোটে ইন্ডি জোটকে সমর্থনের জন্য উত্তর প্রদেশের জনগণের প্রশংসা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যে লোকসভার দুটি আসন ও উপনির্বাচনে

# বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল জয়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।।** বিশাল ব্যবধানে ত্রিপুরায় দুটি আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে বিপ্লব কুমার দেব মোট ৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৪১ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস তথা ইন্ডি জোট প্রার্থী আশিস কুমার সাহা পেয়েছেন ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭৬৩ ভোট। বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৫৭৮ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন।

অন্যদিকে, পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি প্রার্থী মহারানী কৃতি দেবী দেববর্মণ মোট ৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৪৭টি ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএম তথা ইন্ডি জোট প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং পেয়েছেন ২লক্ষ ৯০ হাজার ৬২৮ টি ভোট পেয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, বিজেপি প্রার্থী কৃতি দেবী দেববর্মন ৪ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮১৯ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## দেশ দেখেছে গণতন্ত্র কাকে বলে, তার শক্তি কি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন ।।** এবারের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে গোটা দেশ দেখতে পেয়েছে গনতন্ত্র কাকে বলে, গনতন্ত্রের শক্তি কি? বিরোধীরা সবসময় ইভিএম এর কারচুপি, ভোটলুট সহ বিভিন্ন অভিযোগ তোলেন। তবে এবারের ফলাফলের মাধ্যমে এটাই স্পস্ট যে নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে এই নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার প্রদেশ বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের দুটি আসনেই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা। এদিন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব জয়ী হয়েছেন ৮৮১৩৪১ ভোটে। অন্যদিকে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মণ জয়ী হয়েছেন ৭৭৭৪৪৭ ভোটে। অন্যদিকে উপনির্বাচনে রামনগর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দীপক মজুমদার ২৫৩৮০ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। এদিন সন্ধ্যায় প্রদেশ বিজেপির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## লম্বা লাড়ই, ধৈয্য হারালে চলবে না প্রদ্যোৎ কিশোর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।।** গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের সাংবিধানিক সমাধানের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করে লম্বা লড়াই জারি রাখতে হবে। ধৈর্য্য হারালে হবে না। আজ সামাজিক মাধ্যমে তিপ্রাসাদের উদ্দেশ্য এমনই বার্তা দিলেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। সাথে তিনি পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী মহারানী কৃতি দেবী দেববর্মণকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করার জন্য গোটা তিপ্রাসাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, জাতির থেকে দল কখনোই বড় নয়। পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপির প্রার্থী জয়লাভ করছেন বলে বিরোধী দলের কর্মীদের আঘাত করার কল্পনা করা ভুল হবে। তাদেরকে আক্রান্ত করার মানে তিপ্রাসা জনগোষ্ঠীকে আক্রমণ করা হবে। কারণ, আমাদের একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে।

এদিন তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য স্থির আছে। আমাদের সাংবাধিক অধিকারের জন্য লড়াই করতে হবে। দেশকে ভাবনার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। নিজের স্বার্থ দেখলে হবে না।

## বিধানসভা নির্বাচন ঃ অন্ধ্রে টিডিসি, ওড়িশ্যায় বিজেপি

**নয়াদিল্লি, ৪ জুন ।।** অন্ধ্র প্রদেশ ও ওড়িশায় ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশে এন চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি এবং ওড়িশায় বিজেপি ক্ষমতা দখল করেছে। চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়েছে জগণ মোহন রেড্ডির ওয়াইএসআরকংগ্রেস এবং নবীন পট্টনায়েকের বিজু জনতা দলের। ওড়িশায় টানা ২৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর মুখ্যমন্ত্রীর গদি থেকে এবার সরছেন নবীণ পট্টনায়েক। এক্ষেত্রে ওড়িশায় বিজেপির এই সাফল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

অন্ধ্র প্রদেশে ১৭৫টি এবং ওড়িশায় ১৪৭টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ ওই রাজ্যের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, অন্ধ্র প্রদেশে টিডিপি ১৩৪টি, জনসেনা পার্টি ২১টি, বিজেপি ৮টি এবং ওয়াইএসআরকংগ্রেস ১২টি আসনে জয়ী হয়েছে। এন চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বে টিডিপি অন্ধ্র প্রদেশে সরকার গঠন করতে চলেছে।

এদিকে, ওড়িশায় বিজেপি ৭৮টি, বিজেডি ৫১টি, কংগ্রেস ১৪টি, সিপিএম ১টি এবং নির্দল প্রার্থী ৩টি আসনে জয়ী হয়েছে। ১৪৭ আসন বিশিষ্ট ওড়িশা বিধানসভায় বিজেপি সরকার গঠন করতে চলেছে।

অন্ধ্র প্রদেশে এবার সরকার পাল্টাচ্ছে। ক্ষমতায় আসছেন টিডিপি প্রধান এন চন্দ্রবাবু নাইডু। এই ফলে খুশি বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## উপনির্বাচনে জয়ী প্রার্থীকে বরণ করা নিয়ে মারপিট, আহত ৩

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।।** নিজেদের মধ্যে মারামারি। নব নিযুক্ত বিধায়ক দীপক মজুমদারকে ফুলের তোড়া দিতে গিয়ে মারধর আহত হয়েছেন তিনজন ব্যক্তি। বর্তমানে আইজিএমে চিকিৎসাধীনে আছেন।

ঘটনার বিবরণে জনৈক মহিলা জানিয়েছেন, রামনগর উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দীপক মজুমদার বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন। নব নিযুক্ত বিধায়ককে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করতে গিয়েছিলেন কয়েকজন কর্মীরা। তখনই যুব মোর্চার কয়েকজন কর্মী তাঁদের উপর আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন ব্যক্তি। মুহূর্তের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়েছে পড়েছে। সাথে সাথে তাদের উদ্ধার করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মোদী-শাহের পদত্যাগ করা উচিত, দাবি মমতার

**কলকাতা, ৪ জুন ।।** বুথ ফেরত সমিক্ষার অনুমান পশ্চিমবঙ্গে জনতার ঝড়ে উড়ে গেছে। তৃণমূল একাই ৩৯টি আসনে জয়ি হয়েছে। বিজেপির ঝুড়িতে গেছে মাত্র ১২টি আসন। কংগ্রেস ১টি আসনে জয়ি হয়েছে।

গত ১ জুন সপ্তম দফায় লোকসভা নির্বাচনে ভোটপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর দেশের সমস্ত বুথ ফেরত সমীক্ষা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলকে পিছিয়ে রেখেছিল। বিজেপি ২৫ থেকে ৩০টি আসনে জয়ী হবে এমনও পূর্বাভাস সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু, আজ ভোটের বাক্স খুলতেই সমস্ত বুথ ফেরত সমীক্ষার অনুমান ভেস্তে গিয়েছে।

এদিন, গণনার সময় মনে হয়েছিল বিজেপি হয়তো দুই অংকের ঘরেও পৌছাতে ব্যর্থ হবে। শেষমেষ ১২টি আসনে জয়ী হয়ে কোনও মতে মুখ রক্ষা করতে পেরেছে। তবে, ২০১৯ লোকসভার নির্বাচনের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির আসন সংখ্যা কমেছে।

এদিন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোপ দাগেন, "রাজ্যে ১৯ জুন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির নিরাপত্তার স্বার্থে রাখা হয়েছে। আমার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে না? খরচ বাড়বে না? কেন রাখব? ওই টাকা আমি উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারি"।

এদিকে, "পার্থ জিতেছে, ওর ক্রেডিট। বরানগর জিতব জানতাম। যারা বেইমানি করে তাদের মানুষ পাশে থাকে না। একমাত্র যদি না কোনও কারণ থাকে।" ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৩৩ ▫ ৫ জুন ২০২৪ ইং▫ ২২জ্যৈষ্ঠ ▫ বুধবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

## নতুন সরকার ও জনগণের প্রত্যাশা

বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার কেন্দ্রের ক্ষমতায় পুনরায় আসীন হইবে তাহা প্রায় নিশ্চিত। ইন্ডিয়া জোট সরকার গঠন করিতে না পারিলেও গণতন্ত্র রক্ষায় তাহারা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করিবে। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে শুধুমাত্র আত্মপ্রত্যয়ী না হইয়া সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করিতে হইবে।ওড়িশা বিধানসভা নির্বাচনের জয়ের কারণে ”জয় জগন্নাথ” বলিয়া মন্তব্য শুরু করিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তবে ভাষণের সময়েও তাঁহার চোখে মুখে চেনা আত্মবিশ্বাস এবং সন্তুষ্টির ছবিটা উধাও। তিনি বলিলেন, আজকের জয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় জয়। এদিন মোদির বক্তব্যে বারবার উঠিয়া আসে এনডিএ জোটের কথা। মোদির মতে, এনডিএ এর ওপর ভরসা রাখিয়াছেন দেশবাসী। উল্লেখযোগ্যভাবে, এদিনের বক্তব্যে একবারের জন্যও উত্তরপ্রদেশ, রাম মন্দিরের নাম নেননি প্রধানমন্ত্রী মোদি।এদিন বিরোধীদের কটাক্ষ করিয়া প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ’দেশের দুর্নাম করা ব্যক্তিদের আয়না দেখাইয়া দিয়াছে এই ফলাফল।” অরুণাচল প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, সিকিমের মতো রাজ্যে দলের জয় নিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, ’বিধানসভা নির্বাচনে ওড়িশায় সরকার গড়িতে চলিয়াছে বিজেপি। এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস মুছিয়া গিয়াছে। বেশ কিছু জায়গায় কংগ্রেসের জামানত রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।’ উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে দলের উল্লেখ করিলেও, উত্তরপ্রদেশের নাম করেননি তিনি। বিহারের ফলাফলের জন্য নীতীশ কুমার, অন্ধ্রপ্রদেশের ফলাফলের জন্য চন্দ্রবাবু নাইডুকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি। তাঁহাদের জন্যই এনডিএ এর জয় হইয়াছে বলিয়া দাবি করেন তিনি। তাঁহার কথায়, ’২০১৯ সালে আমাদের ব্যাপক ফলাফল হইয়াছিল। ২০২৪ সালে সেই সমস্ত গ্যারান্টি নিয়া দেশের প্রতিটি কোণে পৌঁছিয়াছি। আজ আশীর্বাদ পাইয়াছে এনডিএ। বিরোধীরা একজোট হইয়া ততগুলি আসনে জিতিতে পারেনি, যতগুলিতে বিজেপি একা জিতিয়াছে। আপনাদের পরিশ্রম, আপনাদের ঘাম মোদিকে নিরন্তর কাজ করিবার প্রেরণা দিবে। তৃতীয়বারের সরকার বড় সিদ্ধান্ত নিবে। এটাই মোদির গ্যারান্টি।’ কংগ্রেসের দারিদ্র দূরীকরণের স্লোগানকে ভোট প্রচারে কটাক্ষ করিলেও, এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, ’যতক্ষণ না দরিদ্র ঘুচিবে, থামিব না।দেশের উন্নয়নের জন্য দুর্নীতি দূর করা প্রয়োজন। তাঁসার কথায়, ’রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য যখন দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করা হয়, তখন দুর্নীতির শক্তি বাড়ে। সেই কারণে তৃতীয়বার দুর্নীতিকে সমূলে উৎখাত করিতে হইবে।’ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ’দেশকে এগিয়ে নিয়া যাওয়ার জন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে মিলিয়া একসঙ্গে কাজ করিবে এনডিএ সরকার। সে যে দলের সরকারই হোক। বিকশিত ভারত গড়িয়া তোলার জন্য সরকারের হাতে সময় কম। স্বাভাবিক কারণেই সকলের মতামত গ্রহণ করিয়া সরকার পরিচালনা করিতে হইবে। নতুন সরকারের মূল উদ্দেশ্যই হোক সার্বিক জনকল্যাণ। এটাই দেশপ্রেমিক শান্তিকামী জনগণের প্রত্যাশা।

## দেশের মহানির্ণয়; লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনা শুরু, সুরক্ষা আঁটোসাঁটো

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.): শুরু হয়ে গেল অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। দেশজুড়ে মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগণনা। প্রতিটি গণনাকেন্দ্রে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রথমে গোণা হচ্ছে পোস্টাল ব্যালট, তারপর হোম ভোটিং-এর ব্যালট এবং সবশেষে ইভিএম-এর ভোট গণনা হবে। ৫৪৩টি সংসদীয় আসনের ৫৪২টি কেন্দ্রের জন্য প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ হচ্ছে এদিন। প্রসঙ্গত, বিজেপি আগেই সুরাট আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছে।

গত ১৯ এপ্রিল থেকে ৭-দফায় লোকসভা ভোট হয়েছে দেশে। পশ্চিমবঙ্গে ৭ দফাতেই ভোট হয়েছে। এবার গণনা ও ফলপ্রকাশের প্রতীক্ষা। প্রথম দফার ভোট হয়েছিল ১৯ এপ্রিল, ২৬ এপ্রিল হয়েছিল দ্বিতীয় দফার ভোট, এরপর ৭ মে তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ হয়, ১৩ মে হয় চতুর্থ দফার ভোটগ্রহণ, ২০ মে পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ হয়েছিল, এরপর ২৫ মে হয় ষষ্ঠ দফার ভোট এবং সপ্তম তথা অন্তিম দফার ভোট হয় ১ জুন। ৫৪৩টি আসনের মধ্যে সরকার গঠনের জন্য দরকার ২৭২টি লোকসভা আসন। উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওডিশা বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনাও হচ্ছে এদিন, পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ-সহ কিছু রাজ্যের বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্যও গণনা করা হচ্ছে।

## বর্ষার আগমণের প্রতীক্ষায় দক্ষিণবঙ্গ, বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টিরও পূর্বাভাস

কলকাতা, ৪ জুন (হি.স.): উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই বর্ষা ঢুকে পড়েছে, এখনও এসে পৌঁছয়নি দক্ষিণবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের স্বাভাবিক সময় জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ। সময়ের আগে, না-কি যথাসময়ে এবার বর্ষা ঢুকবে দক্ষিণবঙ্গে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগামী ২৪ ঘন্টা ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি চলতে পারে। কলকাতা-সহ সর্বত্রই বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতায় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত। তবে বুধবারের পর দক্ষিণবঙ্গে আপাতত আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কিছুটা বাড়বে তাপমাত্রাও। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি।

উত্তরবঙ্গে বর্ষা ঢুকে পড়েছে, সেখানকার জেলাগুলিতে বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

# প্রাচীন কঙ্কাল থেকে যেভাবে জানা যেতে পারে আধুনিক রোগ মুক্তির উপায়

হাজার হাজার বছর আগে যে ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসগুলো মানুষকে সংক্রমিত করেছিল সেগুলোর ডিএনএ এখনও তাদের কঙ্কালে আটকে আছে। তাদের কাছ থেকে নতুন কী তথ্য পাওয়া যেতে পারে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা।

ষোল শতকে বর্তমানে মেক্সিকো নামে পরিচিত অঞ্চলটিতে হঠাৎ করেই জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পায়।

ইউরোপীয়রা অঞ্চলটি দখল করার পর সেখানে রোগ ছড়িয়ে পড়ে আর তার ফলে লক্ষ লক্ষ আদিবাসী মারা যায়। সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত সবাই ধারণা করতো ইউরোপীয়রা তাদের সাথে করে ইউরোপ থেকে রোগটি নিয়ে এসেছিল - তবে এর জন্য কোন জীবাণু দায়ী ছিল তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বিজ্ঞানীদের একটি দল এখন সেই সময়ে প্রাদুর্ভাবের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের দাঁত থেকে প্রাচীন ভাইরাল ডিএনএ বের করেছে। এই কঙ্কালগুলো নিউ মেক্সিকোতে ঔপনিবেশিক যুগের হাসপাতাল এবং গির্জার নিচে সমাহিত ছিল।

ডিএনএ পরীক্ষায় দেখা গেছে, আক্রান্তরা হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এবং হিউম্যান বি ১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছিল, যাতে মূলত প্রাণীরা আক্রান্ত হয়। গবেষকরা আরও দেখেছেন- ইউরোপ থেকে নয়, বরং ভাইরাসগুলো সম্ভবত আফ্রিকা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

''ভাইরাসগুলোর উৎস আফ্রিকান বলে মনে হচ্ছে আর আমরা যে তিনটি দেহ বিশ্লেষণ করছি তারাও জিনগতভাবে আফ্রিকান ছিল'', বলেন ইউনিভার্সিডাড ন্যাসিওনাল অটোনোমা ডি মেক্সিকোর ইন্টারন্যাশনাল ল্যাবরেটরি ফর হিউম্যান জিনোম রিসার্চের সহকারী অধ্যাপক মারিয়া সি আভিলা আরকোস।

সেই সময়ে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী এবং উপনিবেশবাদীরা আফ্রিকানদের জোরপূর্বক দাস বানিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরের অ্যামেরিকা মহাদেশে নিয়ে গিয়েছিল। জাহাজের মানবেতর অবস্থার কারণে সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

''এই মানুষগুলোকে অপহরণ করে একবারে অমানবিক অবস্থায় ঠাসাঠাসি করে অস্বাস্থ্যকর জাহাজে নেয়া হয়েছিল,'' বলেন আভিলা আরকোস।

''আমেরিকার আদিবাসীরা এর আগে কখনও এই ভাইরাসের সংস্পর্শে আসেনি। ফলে এর সংক্রমণে তারা ঝুঁকিতে পড়ে। এটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়''।

ইতিহাসের পুনর্লিখন

শতাব্দী পুরনো কঙ্কাল থেকে ডিএনএর মাধ্যমে প্রাচীন যুগের রোগের কারণ অনুসন্ধান নিয়ে কাজের ক্ষেত্র প্যালিওমাইক্রোবায়োলজির জগতে এটি এক নতুন আবিষ্কার। এই ডিএনএ পুনর্গঠন করে বিজ্ঞানীরা ব্যক্তির মৃত্যুর শত শত বা হাজার বছর পরও একটি রোগ বা অবস্থা নির্ণয় করতে পারেন। আমরা কীভাবে আমাদের অতীতকে দেখি এবং বুঝি তাতে এই কৌশল বদল আনছে।

ছবির ক্যাপশান,যে ভাইরাসের গুটিবসন্ত সৃষ্টি করেছিল তার উৎপত্তি নির্ণয় করা কঠিন

গুটিবসন্তের কথাই ধরা যাক। এই বিধ্বংসী রোগে কেবল ২০ শতকেই আনুমানিক ৩০ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। তবে গুটিবসন্ত সৃষ্টি করা ভ্যারিওলা ভাইরাসের উৎপত্তির বিষয়টি সবসময়ই অস্পষ্ট ছিল।

প্রাচীন বিবরণ থেকে ইতিহাসবিদরা ধারণা করেছিল গুটিবসন্ত প্রায় ১০ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের পুরনো। কিন্তু এর কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছিল না। লিথুয়ানিয়ান একটি মমি থেকে প্রাপ্ত ডিএনএতে দেখা গেছে এতে আক্রান্ত হওয়া সবচেয়ে পুরনো ঘটনাটি ছিল ১৭ শতকের।

তবে ২০২০ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বারবারা মুহলেমান নামের একজন পিএইচডি শিক্ষার্থী এবং তার সহকর্মীরা ৬০০ খ্রিস্টাব্দের ভাইকিং কঙ্কালের দাঁত থেকে ভেরিওলা ভাইরাস বের করার পর সময়টি আরও পিছিয়ে ধরা হয়।

ডেনমার্ক, নরওয়ে, রাশিয়া এবং যুক্তরাজ্যের ১১টি সমাধিস্থল



থেকে এই পাওয়া কঙ্কাল নিয়ে এই গবেষণা করা হয়েছিল।

বাণিজ্যের দীর্ঘ ইতিহাস থাকা সুইডেনের পূর্ব উপকূলের ওল্যান্ড নামের একটি দ্বীপের একাধিক কঙ্কালেও গুটিবসন্ত পাওয়া গেছে।

এতে দেখা গেছে গুটিবসন্তের প্রথম নিশ্চিত হওয়ার ঘটনাটি এক হাজার বছর আগের। গবেষণাটি সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয় যে ইউরোপ এবং এর বাইরে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করা ভাইকিংরা তাদের সাথে করে গুটিবসন্তও নিয়ে গিয়েছিল।

আর এর মধ্যে প্রাচীন-ডিএনএ পরীক্ষাও প্লেগের উৎপত্তির বিষয়ে আলোকপাত করেছে। ১০১টি কঙ্কালের দাঁত থেকে মাইক্রোবিয়াল ডিএনএ নিয়ে ২০১৫ সালে এক গবেষণায় করা হয়।

এতে দেখা যায় প্লেগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ওয়াই.পেস্টিস প্রথম নথিভুক্ত প্লেগ মহামারীর অন্তত তিন হাজার বছর আগে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

গবেষকরা সাতটি কঙ্কালের ডিএনএতে ওয়াই.পেস্টিস ব্যাকটেরিয়া খুঁজে পেয়েছেন, যার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো জন মারা গেছে ৫ হাজার ৭৮৩ বছর আগে।

যদিও আধুনিক প্লেগ সাধারণত সংক্রামিত মাছি বহনকারী ইঁদুরের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, গবেষণায় দেখা গেছে খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার অব্দ পর্যন্ত প্লেগ ব্যাকটেরিয়া মাছিকে সংক্রমিত করার জন্য প্রয়োজনীয় মিউটেশন অর্জন করেনি।

এর আগে এটি সম্ভবত মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে কম গুরুতর নিউমোনিক প্লেগ হয়।

মাছিকে সংক্রমিত করার ক্ষমতা একবার অর্জন করার পর এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, আর এর ফলে বুবোনিক প্লেগের (ব্ল্যাক ডেথ) প্রাদুর্ভাব ঘটে। ১৪ শটকের এই মহামারী ইউরোপের অর্ধেক মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

আমাদের আরেকটি গুরুতর রোগ- সিফিলিসকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে প্রাচীন ডিএনএ।

আগে ধারণা করা হতো, ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকায় তার প্রথম সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে আসার ঠিক পরে ১৪৯৫ সালে ইতালি থেকেই ইউরোপে প্রথম সিফিলিসের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

যৌন সংক্রমিত রোগটি সেই সময়ে নেপলস রাজ্য জয়ের পরিকল্পনা করা ফ্রান্সের রাজা অষ্টম চার্লসের পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দুর্বল করে দেয়া এই রোগটি দ্রুতই ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

ছবির ক্যাপশান,নতুন বিশ্বে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের আগমনের সঙ্গে এমন রোগ আসে যার সম্মুখীন স্থানীয় জনগণ আগে কখনও হয়নি।

কলম্বাস আর তার কর্মীরা প্রথম সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে আসার ঠিক পরে এই প্রাদুর্ভাব ঘটায় বেশিরভাগ ইতিহাসবিদরা ধারণা করেছিলেন সিফিলিস ইউরোপে সেই সময়ে পরিচিত 'নতুন বিশ্ব' থেকে ছড়িয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ভিন্ন তত্ত্বের দিকে ঝুঁকছে বিশ্ব।

ইউনিভার্সিটি অফ বাযল এবং ইউনিভার্সিটি অফ জুরিখের প্রত্নতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক ভেরেনা শুয়েনম্যানের নেতৃত্বে ২০২০ সালে একটি দল সিফিলিসের ক্ষতের বৈশিষ্ট্যযুক্ত নয়টি কঙ্কাল থেকে ডিএনএ বের করে।

দেহাবশেষগুলো ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া এবং নেদারল্যান্ডসের সমাধিস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

গবেষকবা ট্রেপোনেমা প্যালিডামের জীবাণুর অন্তত তিনটি পৃথক ধরন শনাক্ত করেন- যা সিফিলিস, ইয়াও-এর মতো রোগ সৃষ্টি করে এবং এটি এখন শুধু ক্রান্তীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়।

কঙ্কাল এবং কফিনের কার্বনের মাত্রা থেকে জানা যায় তারা ১৫ শতকের প্রথম থেকে শেষের সময়ে মারা গিয়েছিল।

আর কলম্বাস তার প্রথম সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে আসার আগেই সিফিলিস ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। সিফিলিস ব্যাকটেরিয়ার মিউটেশন হারের উপর ভিত্তি করে করা গণনায়ও দেখা যায় এই রোগের উৎপত্তি কলম্বাস আসার আগে হয়েছে। 'আমরা জানি যে জীবাণুর বিস্তার বাণিজ্য পথের সঙ্গে সংযুক্ত,' বলেন শুয়েনম্যান।

''সিফিলিস, প্লেগ এবং কুষ্ঠ রোগের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই- যখনই মানুষ ভ্রমণ এবং বাণিজ্য বিনিময় শুরু করেছে, তারা জীবাণুদেরও ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছে''।

অন্যদিকে, এর মানে হল কেবল মাইক্রোবিয়াল ডিএনএ প্রাচীন মহামারীর ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু জানাতে পারে। ডিএনএ নিজে কোন সমস্যা না। যদিও সময়ের সাথে সাথে ডিএনএর গুণাগুণ হ্রাস পায়, তারপরও গবেষকরা দশ লাখ বছর আগে বেঁচে থাকা একটি ম্যামথের জিনোম সিকুয়েন্স তৈরি করেছেন।

তবে সম্ভবত প্রায় ১২ হাজার বছর আগে যখন মানুষ কৃষি ও কৃষিকাজ শুরু করেছিল তখনও মানুষ মহামারী সৃষ্টি করার মতো পর্যাপ্ত সংস্পর্শে আসত না।

''আসলে রোগগুলো ছড়িয়ে পড়ার জন্য আপনার নির্দিষ্ট পরিমাণ মানুষের প্রয়োজন, তাই আমরা প্রথম শহরগুলোর দিকে এই রোগগুলো দেখতে পাই। যখন মানুষ বসতি স্থাপন শুরু করেছিল তখনই মহামারী আঘাত হানে,' বলেন শুয়েনম্যান। দাঁতের থেকে সূত্র প্রাচীন মাইক্রোবিয়াল ডিএনএর জন্য এক দুর্দান্ত জায়গা হল দাঁতের গোঁড়ায় জমে থাকা ক্ষুদ্র কণা বা ফলক।

সঠিকভাবে ব্রাশ না করলে এই আঠালো অংশটি দাঁতের উপর ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে দাঁতের ক্ষয় এবং মাড়ির রোগ সৃষ্টি করে। অবশেষে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি শক্ত হয়ে মুখের মধ্যে থাকা প্রাচীন ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের ডিএনএকে ভেতরে আটকে রাখে।

এই মাইক্রোবিয়াল জিনোম ডিকোডিং বিজ্ঞানীদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্যের ভান্ডারে পৌঁছানোর সুযোগ করে দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপে মধ্যযুগে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার ইতিহাসকে একত্র করার জন্য বহুজাতিক চিকিৎসা প্রকল্প মানব দাঁতের ফলক ব্যবহার করছে।

রোমের স্যাপিয়েঞ্জা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইমানুয়েলা ক্রিস্টিয়ানির নেতৃত্বে একটি দল ইংল্যান্ডের পিটারবোরোতে সেন্ট লিওনার্ডস এবং ফ্রান্সের সেন্ট-থমাস ডি''আইজিয়ারের মধ্যযুগীয় সমাধিস্থল থেকে খনন করা দাঁতের পাথরি পরীক্ষা করেছে।

দলটি কিছু কঙ্কালে আদার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে যা থেকে বোঝা যায় এটি দিয়ে দাঁতের রোগ চিকিৎসার চেষ্টা করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১১ শতকের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক কনস্টানটাইন দ্য আফ্রিকান কুষ্ঠরোগের কারণে হওয়া পেটের ব্যথা উপশমে আদা এবং অন্যান্য মুখে খাওয়ার ভেষজ চিকিৎসা প্রস্তুত করার বিষয়ে লিখে গেছেন।

কিছু রোগীর মধ্যে পারদও পাওয়া গেছে, যা ত্বকের সমস্যা ঢেকে রাখতে এবং ব্যথা উপশমকারী মলম হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

এর থেকে এটিও বোঝা যায় যে ভুক্তভোগীদের কেবল বিচ্ছিন্ন রাখার পরিবর্তে তাদের যত্নও নেওয়া হতো। হৃদরোগ এবং আলঝেইমার নির্ণয়

দাঁতের ডিএনএ সিকুয়েন্সের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মারা যাওয়ার সময় তার কী কী সংক্রামক রোগ হয়েছিল সেটা ছাড়াও আরও অনেক কিছু বলা সম্ভব।

ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি একজন ব্যক্তির মুখের মাইক্রোবায়োম অর্থাৎ মুখের ভেতর ও চারপাশে থাকা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় ঝাঁক কেমন ছিল তা প্রকাশ করতে পারে।

এই তথ্য আবার প্রাচীনকালে অসংক্রামক রোগ বা এনসিডি'র ব্যাপকতা সম্পর্কে আমাদের জানাতে পারে।

এনসিডি হলো একটি দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা যা কেবল একটি নির্দিষ্ট সংক্রমণের ফলে হয় না। এগুলোর মধ্যে রয়েছে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এবং আলঝেইমার।

পেনসিলভানিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈবিক নৃবিজ্ঞানী অ্যাবিগেল গ্যাঙ্কজ বলেন, ''কয়েক দশক আগের গবেষণায় দেখা গেছে কীভাবে মৌখিক স্বাস্থ্য এবং মাইক্রোবায়োম এই অবস্থাগুলোর সাথে সম্পর্কিত''।

একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধে গ্যাঙ্কজ যুক্তি দেন মুখের মাইক্রোবায়োম এবং এনসিডির মধ্যে সংযোগ এতটাই সুপ্রতিষ্ঠিত যে প্রাচীন মানবগোষ্ঠী এগুলোর মধ্যে দিয়ে গেছে কি না তা অনুমান করতে হয়তো আমরা প্রাচীন মাইক্রোবিয়াল ডিএনএ ব্যবহার করতে পারি।

যদিও এগুলোকে প্রায়শই অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের কারণে আধুনিক রোগ হিসেবে ধরা হয়, তবে পূর্বপুরুষের মধ্যে তা কতটা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারণা নেই।

কারণ এনসিডি সিংহভাগ কঙ্কালে কোনও স্বতন্ত্র চিহ্ন রেখে যায় না। তবে আজকের মতো একই পরিমাণে না হলেও এই রোগগুলোর উপস্থিতির লক্ষণ রয়েছে।

''প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যের লিখিত বর্ণনার সঙ্গে ডায়াবেটিসের মিল পাওয়া যায়, যেমন- প্রস্রাবের মিষ্টি-গন্ধের বিবরণ,' বলেন গ্যাঙ্কজ।

''অনুমান করা হয় অতীতে মানুষদের জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত ও নৃশংস, তবে তাদের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিল এবং এই অসংক্রামক রোগগুলোতে আক্রান্ত হয়েছে''। গ্যাঙ্কজ এনসিয়েন্ট সিস্টেম্যাটিক ডিজিজ প্রজেক্টের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার লক্ষ্য প্রাচীন মানব মাইক্রোবায়োম এবং এনসিডির উপস্থিতির মধ্যে যোগসূত্র উন্মোচন করা। এ পর্যন্ত তিনি মধ্যযুগ থেকে শিল্পযুগের ১৯২ জন ব্রিটিশ ব্যক্তির কঙ্কাল পরীক্ষা করেছেন।

এই প্রজেক্টে মানুষ মারা যাওয়ার সময় তার কোন ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস ছিল কি না তা খোঁজ করতে দাঁতের ফলককে পাওয়া মাইক্রোবিয়াল ডিএনএ ডিকোডিং করা হয়।

তারপরে বর্তমানে মানুষের পরিচিত রোগগুলোর সঙ্গে কঙ্কালে চিহ্নিত করতে পারা রোগের তুলনা করা হয়।

'কঙ্কালের বিভিন্ন ক্ষত থাকে যা রোগটিকে নির্দেশ করে,' বলেন গ্যাঙ্কজ।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ব্যক্তির ক্যাভিটি থেকে বোঝা যায় যে ব্যক্তি দাঁতের রোগে ভুগছিলেন।

একজন ব্যক্তির হাড় দেখে আপনি প্রদাহের লক্ষণ শনাক্ত করতে পারেন। যেমন, আর্থ্রাইটিসের ফলে হাড়ের আকারে চাক্ষুষ বিকৃতি দেখা যেতে পারে।

হাড় এমন এক জীবন্ত জিনিস যা জীবনজুড়ে পরিবর্তিত হয়। তাই কেউ যদি মানসিক চাপে থাকেন তবে তার হাড়ের ধরন এবং গঠন আলাদা হবে,'' বলেন গ্যাঙ্কজ।

গবেষণাটি শেষ হলে বিজ্ঞানীদের কঙ্কালের মুখের মাইক্রোবায়োম দেখার অনুমতি দেওয়া উচিত যাতে সেই তথ্য ব্যবহার করে ব্যক্তি কোন দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগেছে কিনা তার সম্ভাব্যতা গণনা করা যায়। এটি গবেষকদের ধারণা দেবে কীভাবে বাত এবং স্থূলতার মতো বিষয়গুলো সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে, আর এতে কৃষি বিপ্লব, শিল্পায়ন এবং নগরায়ন কী প্রভাব ফেলেছিল। এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই ধরনের বড় পরিবর্তনগুলো মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিশাল প্রভাব ফেলেছিল।

উদাহরণস্বরূপ, অধ্যাপক গ্যাঙ্কজের তত্ত্বাবধানে পেনসিলভানিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক লরা ওয়েইরিচের ২০১৩ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, শিকার থেকে কৃষি কাজের দিকে আসার পর আমাদের পূর্বপুরুষদের মুখের মাইক্রোবায়োম পরিবর্তিত হয়েছে এবং তা আরও অস্বাস্থ্যকর হয়েছে

গবেষণাটি মানব ইতিহাস রচনায় জীবাণুর ভূমিকার উপর জোর দেয়। কিন্তু এই ধরনের গবেষণা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক আগ্রহের না।

এটি আধুনিক মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ওয়েরিচের গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য হল মাইক্রোবায়োম ট্রান্সপ্লান্টেশনের বিকাশ অর্থাৎ অস্বাস্থ্যকর মাইক্রোবায়োমের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর মাইক্রোবায়োমের অদলবদল করা।

''এমন একটি দিনের কথা কল্পনা করুন যেখানে আপনার মুখে জীবাণুর কারণ হতে পারে এমন মাইক্রোবায়োম না থাকায় আপনাকে দাঁতই ব্রাশ করতে হবে না। এটি হতে পারে যদি আমরা জানতে পারি যে মানুষের মধ্যে জীবাণুর ব্যাপক উপস্থিতির আগের অবস্থা কী ছিল,'' বলেন ওয়েইরিচ।

'আমি সবসময় বলি আমার যদি নিয়ান্ডারথালের মতো দাঁত থাকতো- কারণ নিয়ান্ডারথালদের বেশিরভাগেরই মৌখিক স্বাস্থ্য ভালো ছিল। আমরা যদি তাদের মাইক্রোবিয়াল গঠন নিতে পারি আর আধুনিক মৌখিক মাইক্রোবিয়াল ট্রান্সপ্লান্টেশন বিকাশে সেটা গাইড হিসাবে ব্যবহার করতে পারি, তাহলে ৯০ শতাংশ অ্যামেরিকান তাদের সাড়া জীবনে যে ক্যাভিটিতে ভোগেন তা ঠিক করার চেষ্টা করতে পারি''।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে তৈরি নতুন হাই স্পিড ক্যারিয়ার কোচ

মালিগাঁও, ০৪ জুন, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোন তার ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে অটোমোবাইল বিশেষত দু চাকার যান বাহনের লোডিং/আনলোডিঙের জন্য পুরোনো জিএসসিএন কোচ থেকে সাইড ডোর সহ কয়েকটি নতুন হাই স্পিড অটোমোবাইল ক্যারিয়ার (এনএমজিএইচএস) কোচ তৈরি করেছে। রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদনের পর খুব কম সময়সীমার মধ্যে তিনটি এনএমজিএইচএস কোচ তৈরি করা হয়েছে। আরও তিনটি কোচ তৈরির কাজ চলছে। ভারতীয় রেলওয়েতে প্রথমবারের মতো অটোমোবাইল লোডিঙের জন্য এই কোচগুলি তৈরি করা হয়েছে। প্রচলিত ধরনের পণ্যবাহী কোচের তুলনায় এগুলিতে একাধিক উন্নত বৈশিষ্ট্য থাকার পাশাপাশি উন্নত গতি ও আরও বেশি লোডিং ক্ষমতার যোগ্য করে তোলা হয়েছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত যাত্রীবাহী কোচ থেকে তৈরি করা এনএমজিএইচএস কোচগুলির ডিজাইন অটোমোবাইল উৎপাদনকারীদের সাথে পরামর্শ করে রিসার্চ ডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন (আরডিএসও)করেছে। ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপের দ্বারা পূর্বের ১২ টন বহন ক্ষমতার প্রচলিত পণ্যবাহী কোচগুলির তুলনায় ১৮ টন বহন ক্ষমতার উচ্চ পেলোড ক্যাপাসিটি সহ মোট তিনটি কোচ তৈরি করা হয়েছে। নতুন করে তৈরি করা এনএমজিএইচএস কোচের সম্ভাব্য গতি হলো প্রতি ঘণ্টায় ১১০ কিমি, এছাড়াও ওয়াইডার ওপেনিং, ন্যাচারাল পাইপ লাইট, পেভমেন্ট মার্কারের পাশাপাশি গাইডেন্সের জন্য রেট্রো রিফ্লেকটিভ ট্যাপ, চেকার্ড শিট সহ স্টুং ফ্লোর, সুগম প্রবেশের জন্য উন্নত ফল প্লেট ব্যবস্থা সহ সহজ লকিঙের জন্য ব্যারেল লকের সাথে আপগ্রেডেড এন্ড ডোর ডিজাইনের মতো বিভিন্ন উন্নত বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে। নতুন কোচগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে বিনা ক্ষতিতে চার চাকার অটোমোবাইল ডোর কোচের ভেতর থেকে সহজে খোলা যায়। এই নতুন মডেলের কোচগুলি প্যাকেটজাত সামগ্রী সহ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী বহনের জন্য পার্সেল ভ্যান হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সড়ক পরিবহণের তুলনায় সস্তা, দ্রুত এবং পরিবেশ অনুকূল বিকল্প অটোমোবাইল উৎপাদনকারীদের জন্য পরিবহণের পছন্দের পদ্ধতি হয়ে উঠেছে ভারতীয় রেলওয়ে। উৎপাদন কেন্দ্র থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে কম খরচে বিভিন্ন ধরনের অটোমোবাইল এখন রেলওয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে পরিবহণ করা যাবে, যার ফলে সাধারণ জনগণ উপকৃত হবেন।

## বিস্ফোরণে কাঁপল ভাঙড়, আহত আইএসএফ পঞ্চায়েত সদস্য-সহ ৫ জন

ভাঙড়, ৪ জুন (হি.স.): ফের অশান্ত ভাঙড়, এবার ভাঙড়-২ নম্বর ব্লকের উত্তর কাশীপুর থানার অন্তর্গত চালতাবেড়িয়া অঞ্চলের পানাপুকুর এলাকায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছেন আইএসএফ-এর পঞ্চায়েত সদস্য-সহ ৫ জন। আইএসএফের আহত পঞ্চায়েত সদস্যের নাম আজহার উদ্দিন।

সোমবার গভীর রাতে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে জিরানগাছা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়। তবে পরে তাঁদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় ৫ জনকেই কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। পানাপুকুর এলাকায় বোমা বাঁধার সময়ে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছে পুলিশ। বোমা তৈরির সামগ্রী থেকেই বিস্ফোরণ হয়। এর পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয়েরা। আহতদের উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকটি বোমা এবং বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে বলে খবর।

## ঐতিহাসিক জয় হবে মোদীর, গণনার সকালে আত্মবিশ্বাসী রবি কিষাণ

গোরক্ষপুর, ৪ জুন (হি. স.): সোমবার দেশজুড়ে চলছে ভোটগণনা। জয়ের হ্যাটট্রিক করে কত আসন পাবে বিজেপি এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এদিন সকাল থেকে। ভোটগণনার সকালে নরেন্দ্র মোদীর জয় নিয়ে মন্তব্য করলেন গোরক্ষপুরের বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী রবি কিষাণ। তিনি বলেন, ঐতিহাসিক জয় হবে মোদীর। আমিও জিতবই, কেউ আটকাতে পারবে না। এখানেই শেষ নয়, আকাশের দিকে তাকিয়ে যোগ করেন, আজকের আবহাওয়ার মতোই সুন্দর হবে ভোটের ফলাফল।

বিজেপি সাংসদ এবং উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী রবি কিষাণ এদিন সকালে গোরক্ষপুরের পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিরে প্রার্থনা করেন। রবি কিষাণ এও বলেন, এটা ঐতিহাসিক, রাম রাজ্য অব্যাহত থাকবে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় নেতা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন... দেশের মানুষ দেশকে জয়ী করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর ওপর আস্থা রেখেছে।

## বিপুল ভোটে এগিয়ে কঙ্গনা রানাউত, পিছিয়ে কংগ্রেসের বিক্রমাদিত্য

মান্ডি, ৪ জুন (হি.স.): ভোটগণনা শুরু হওয়ার প্রথম এক ঘন্টাতেই এগিয়ে গেলেন কঙ্গনা রানাউত। সকাল ৯টায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, হিমাচল প্রদেশের মান্ডি সংসদীয় আসনে ১,২৯৪ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন অভিনেত্রী তথা বিজেপি নেত্রী কঙ্গনা রানাউত। এই আসনে কঙ্গনার প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের বিক্রমাদিত্য সিং পিছিয়ে রয়েছেন। ভোটগণনার সকালে শিমলার জাখু হনুমান মন্দিরে প্রার্থনা করেছেন বিক্রমাদিত্য সিং, সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা এবং হিমাচল প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান প্রতিভা সিং। বিক্রমাদিত্য বলেছেন, 'ফলাফল ভালো হবে, গণনা সবে শুরু হয়েছে...সব ঠিক হয়ে যাবে...এক্সিট পোল মিডিয়া তৈরি করেছে, তাই এর সত্যতা ছিল না, আজকের জনাদেশ হবে ভারতের, হিমাচল প্রদেশের।'

## ওয়ানাডে ৮ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে রাহুল, হতাশ করল না রায়বেরেলিও

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.): অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে এবার কেরলের ওয়ানাড ও উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলি লোকসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। প্রাথমিক প্রবণতা অনুযায়ী, দুই কেন্দ্রেই হতাশ করল না রাহুলকে। দুই কেন্দ্রেই এই মুহূর্তে এগিয়ে রয়েছেন রাহুল।

# ভগবানের আরাধনায় মগ্ন বিজেপি নেতৃবৃন্দ, মিষ্টি-ফুলে সেজে উঠেছে দলীয় কার্যালয়

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.): গোটা দেশে শুরু হয়েছে লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। আর এই দিন ভগবানের আরাধনায় মগ্ন হলেন বিজেপি নেতৃবৃন্দ। কেউ পবনপুত্র হনুমানের পূজার্চনা করলেন, কেউ মন্দিরে গিয়ে দেব-দেবীর আরাধনা করলেন। পাশাপাশি ইতিমধ্যেই ফুলের মালায় সেজে উঠেছে বিজেপির বিভিন্ন রাজ্যের দলীয় কার্যালয়। তৈরি হচ্ছে মিষ্টিও।

দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে সকাল থেকেই প্রস্তুতি খাওয়াদাওয়ার। চলছে পুরি ভাজা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজস্থানের যোধপুর আসনের বিজেপি প্রার্থী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, 'বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে।'

বিজেপির চাঁদনি চক আসনের বিজেপি প্রার্থী প্রবীণ খান্ডেলওয়াল এদিন সকালে দিল্লির গৌরী শঙ্কর মন্দিরে পুজো দেন। নিজের জয় নিয়ে তিনি প্রবল আশাবাদী। জয় নিয়ে আশাবাদী পশ্চিম দিল্লি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কমলজিৎ সেহরাওয়াতও।

নতুন দিল্লি লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী বাঁশুরি স্বরাজ এদিন সকালে দিল্লির শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দিরে (বিড়লা মন্দির) প্রার্থনা করছেন। বাঁশুরি এদিন বলেন, 'আমি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী যে, দেশবাসী বিজেপির জনকল্যাণমূলক নীতি বেছে নেবে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়ন নীতি বেছে নেবে।'

বিজেপি সাংসদ এবং উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী রবি কিষাণ এদিন সকালে গোরক্ষপুরের পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিরে প্রার্থনা করেছেন।

রবি কিষাণ বলেছেন, 'এটা ঐতিহাসিক, রাম রাজ্য অব্যাহত থাকবে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় নেতা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন... দেশের মানুষ দেশকে জয়ী করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর ওপর আস্থা রেখেছে।'

লোকসভা নির্বাচনের জয় উদযাপন করলেন ১১ ধরনের ২০১ কেজি লাড্ডু বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ছত্তিশগড়ের রায়পুর বিজেপি। ইতিমধ্যেই সেই লাড্ডু তৈরিও হয়ে গিয়েছে।

## প্রাথমিক প্রবণতায় এগিয়ে মোদী ও অমিত শাহ, কৃষ্ণনগরে পিছিয়ে মহুয়া মৈত্র

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.): ভোটগণনা শুরু হয়েছে সর্বত্র। বারাণসী লোকসভা কেন্দ্রে প্রাথমিক প্রবণতায় এগিয়ে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাতের গান্ধীনগর কেন্দ্রে এগিয়ে অমিত শাহ। আমেঠি কেন্দ্রে প্রাথমিক প্রবণতায় এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী স্মৃতি ইরানি। বারামতী কেন্দ্রে পিছিয়ে পড়েছেন শরদ-কন্যা সুপ্রিয়া সুলে। ওই কেন্দ্রে এগিয়ে অজিত পওয়ারের স্ত্রী সুনেত্রা পওয়ার।

হামিরপুরে এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী অনুরাগ ঠাকুর। কনৌজ কেন্দ্রে এগিয়ে অখিলেশ যাদব। ঘাটালে এগিয়ে গেলেন দেব। বীরভূমে এগিয়ে গেলেন শতাব্দী রায়। কৃষ্ণনগরে পিছিয়ে পড়লেন মহুয়া মৈত্র। মথুরাপুরে বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকায়স্থ এগিয়ে। ডায়মন্ড হারবারে এগিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রায়বরেলী ও ওয়ানাড, দুই কেন্দ্রেই এগিয়ে রাহুল গান্ধী। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে এগিয়ে তৃণমূলের প্রতিমা মণ্ডল।সকাল ৯টা পর্য্যন্ত প্রাথমিক প্রবণতা অনুযায়ী, ৭৫টি আসনে এগিয়ে বিজেপি, কংগ্রেস ২৫টি আসনে, সমাজবাদী পার্টি ৮টি আসনে এবং আম আদমি পার্টি ৫টি আসনে এগিয়ে রয়েছে।

## বারাণসী থেকে দেড় লাখের বেশি ভোটে এগিয়ে নরেন্দ্র মোদী

বারাণসী, ৪ জুন (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারাণসী লোকসভা আসন থেকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্ডি জোটের অজয় রাইয়ের থেকে ১,৫০,৮৫৭ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের মতে, ২৬ তম রাউন্ডের গণনায়, নরেন্দ্র মোদী ৫, ৭৫,৯৭০ ভোট এবং অজয় রাই ৪,২৫,১১৩ ভোট পেয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে জয়ের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে উচ্ছ্বসিত বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি অনগ্রসর শ্রেণীর মোর্চা কর্মীরা নিউ রোড গীতা মন্দিরের কাছে আতশবাজি ফাটিয়ে এবং একে অপরকে মিষ্টি খাওয়ানোর মাধ্যমে উদযাপন করেছে। পোস্টাল ব্যালট গণনার পর পাহাড়িয়ায় গণনাস্থলে ইভিএমে ভোট গণনা চলছে। অন্তত ৩০ রাউন্ড ভোট গণনা চলবে।

অজয় রাই তার আগের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। অজয় রাই টানা চতুর্থবারের মতো বারাণসী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গতবার তিনি পেয়েছিলেন ১,৫২,৫৪৮ ভোট। এবার তিনি এখন পর্য্যন্ত দ্বিগুণেরও বেশি ভোট পেয়েছেন।

## পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ৩০টি আসনে এবং বিজেপি ১১টি আসনে এগিয়ে রয়েছে

কলকাতা, ৪ জুন (হি.স.) : সারা দেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা আসনেও সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা চলছে। বিকেল ৩টা পর্য্যন্ত গণনা করে চমকপ্রদ পরিসংখ্যান প্রকাশ পেয়েছে। সমস্ত এক্সিট পোল ভুল প্রমাণ করে, পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস টানা তিন ঘন্টা ধরে রাজ্যের ৩০ টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। এছাড়াও, বিরোধী বিজেপি, যারা বেশিরভাগ এক্সিট পোলে তৃণমূলের চেয়ে বেশি আসন পাওয়ার দাবি করেছিল, তারা ১১টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। একটি আসন কংগ্রেসের খাতায় যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ডায়মন্ড হারবার থেকে বড় জয়ের দিকে এগোচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর কলকাতা থেকে তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়ও নিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে। তবে, দীর্ঘসময় ধরে পিছিয়ে থাকা রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বালুরঘাটের তৃণমূল প্রার্থীকে পেছনে ফেলেছেন। বিকাল ৩টা পর্য্যন্ত প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী তিনি ৪৮০০ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।

## ভগবানগোলা বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূল

মুর্শিদাবাদ, ৪ জুন (হি. স.): ভগবানগোলা উপনির্বাচনে শেষ হাসি হাসলেন তৃণমূলের প্রার্থী রেয়াত হোসেন সরকার। দ্বিতীয় স্থানে কংগ্রেসের অঞ্জু বেগম। গত ৭ মে মুর্শিদাবাদ লোকসভার অন্তর্গত ভগবানগোলা বিধানসভায় ভোটগ্রহণ হয়। ওই আসনের তৃণমূল বিধায়ক ইদ্রিশ আলি প্রয়াত হওয়ার পর আসনটি ফাঁকা হয়।

ভগবানগোল বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে এ দিন সাড়ে ১০টা নাগাদ ২,২৩৬ ভোটে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। এর পর এই ব্যবধান বেড়ে হয় ১২ হাজারের বেশি। তৃণমূলের প্রার্থী অষ্টম রাউন্ডের শেষে পান ৪৭,৯৯৮টি ভোট। দশম রাউন্ডের শেষে তিনি প্রায় ১১ হাজার ১৮১ ভোটে এগিয়ে যান। দ্বিতীয় স্থানে কংগ্রেস। ১৫ রাউন্ড গণনার শেষে ভগবানগোলা বিধানসভা আসনে ১৩ হাজার ৭৬১ ভোটে এগিয়ে ছিলেন রেয়াত। ১৭ রাউন্ড গণনা শেষে তৃণমূল প্রার্থী জেতেন ১৫,৬১৫ ভোটে। জেলা নির্বাচন আধিকারিক সূত্র জানা গিয়েছে, চূড়ান্ত ঘোষণার আগে আরও একবার বিশদ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## বহরমপুরের গণনা কেন্দ্রে বিজেপি এজেন্টদের বসতে না দেওয়ার অভিযোগ

মুর্শিদাবাদ, ৪ জুন (হি. স.): মঙ্গলবার বহরমপুর লোকসভার গণনা কেন্দ্রে বিজেপি এজেন্টদের বসতে না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার প্রতিবাদে এদিন বহরমপুরে গণনাকেন্দ্রের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা।

বহরমপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী নির্মল কুমার সাহার নির্বাচনী এজেন্ট মলয় মহাজন জানিয়েছেন, বহরমপুর লোকসভার বড়ঞা বিধানসভা, নওদা বিধানসভা ও রেজিনগর বিধানসভার গণনা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজন নির্দল এজেন্টদের আগে থেকেই বসিয়ে জায়গা দখল করে রেখেছে। ফলে বিজেপি এজেন্টদের বসার জায়গা হচ্ছে না। বারবার জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারকে জানিয়েও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন বিজেপি এজেন্ট। যদিও তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

## বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হলেন কীর্তি আজাদ

বর্ধমান, ৪ জুন (হি. স.): বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হলেন কীর্তি আজাদ। লক্ষাধিক ভোটে জয়। শেষপর্য্যন্ত চওড়া ব্যাটে খেলে প্রয়োজনীয় রান তুলে নিলেন কীর্তি।

মঙ্গলবার সকাল ৮টায় বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা আসনে ভোট গণনা শুরু হয়। গণনার আগে থেকে বহু রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষক বলছিলেন, এই আসনে লড়াই এবার সেয়ানে সেয়ানে। কারণ এখানে তৃণমূল ও বিজেপির তুল্যমূল্য জনভিত্তি রয়েছে বলেই ধারণা।

সকাল ৯টা ৩৫-এ দ্বিতীয় রাউন্ডের গণনার চলছে। এগিয়ে আছেন তৃণমূল প্রার্থী। পিছিয়ে পড়েন দিলীপ ঘোষ। সকাল ১০টায় তৃতীয় রাউন্ডের গণনার শেষে এগিয়ে যান তৃণমূল প্রার্থী। সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটে ২৩ হাজার ২২৩ ভোটে এগিয়ে যান তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি। ১১টা ৫০-এ তিন রাউন্ড গণনার শেষে পিছিয়ে পড়েন দিলীপ ঘোষ। দুপুর সাড়ে ১২টা পঞ্চম রাউন্ডের গণনার শেষে প্রায় পাঁচ হাজার ভোটে পিছিয়ে দিলীপ ঘোষ। দুপুর সাড়ে তিনটেয় দিলীপ ঘোষ ১ লাখ ৩৬ হাজার ৮৫০ ভোটে পিছিয়ে পড়েন। শেষ পর্য্যন্ত লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধান রেখে শেষ হাসি হাসলেন কীর্তি আজাদই।

## ইন্দোনেশিয়া ওপেন: লক্ষ্য সেন, সুমিত-সিক্কি জুটি দ্বিতীয় রাউন্ডে

জাকার্তা, ৪ জুন (হি. স.): তারকা ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেন মঙ্গলবার জাকার্তায় জাপানের কান্তা সুনেয়ামাকে সরাসরি গেমে হারিয়ে ইন্দোনেশিয়া ওপেন সুপার টুর্নামেন্টের পুরুষদের একক দ্বিতীয় রাউন্ডে গেছেন।

দ্বিতীয় রাউন্ডে তিনি জাপানের কান্তা সুনেয়ামাকে ২১-১২, ২১-১৭ তে পরাজিত করেছেন। লক্ষ্য পরবর্তী রাউন্ডে ইন্দোনেশিয়ার সপ্তম বাছাই অ্যান্থনি সিনিসুকা গিনটিং এবং জাপানের কেনতা নিশিমোটোর মধ্যে ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে খেলবেন।

এদিকে বি সুমিত রেড্ডি এবং সিক্কি রেড্ডি -র ভারতীয় মিশ্র দ্বৈত জুটি প্রথম রাউন্ডে ভিনসন চিউ এবং জেনি গাই-এর আমেরিকান জুটির বিরুদ্ধে ১৮-২১, ২১-১৬, ২-১৭-এ পরাজিত করেছে, তবে কঠিন লড়াই করতে হয়েছিল তাদের।

তবে ভারতীয় এই জুটির জন্য একটি কঠিন কাজ অপেক্ষা করছে। কারণ পরের রাউন্ডে শীর্ষ বাছাই সি ওয়েই ঝেং এবং চীনের ইয়া

## ভোটবাক্সে মানুষ উত্তর দিয়েছেন, এবার যা হবার হবে: শশী থারুর

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি. স.): প্রতিবারের মতোই ভোটগণনার সকালে ভগবানের আশীর্বাদ নিতে গেলেন কংগ্রেস নেতা শশী থারুর। প্রতিবার ভগবানের দর্শন করেই ভোট গণনায় চোখ রাখেন তিনি। এবারও তার অন্যথা হল না। তবে এবারে বিশেষ কোনও প্রত্যাশা নেই তাঁর। শশী থারুর সংবাদমাধ্যমকে সাফ জানান, ভোটবাক্সে মানুষ উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। এবার যা হবার তাই হবে। একবার ভোট গ্রহণ হয়ে গেলে আর কিছু বলার থাকে না। এর থেকে বড় কিছু আর হতে পারে না। মানুষের রায় মানুষ দিয়েছেন, তা নিয়ে আমার আলাদা করে কিছু বলার নেই।

## দিলীপ ঘোষকে দেখে জোর গলায় ''জয় বাংলা'' স্লোগান

বর্ধমান, ৪ জুন (হি. স.): বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভার গণনাকেন্দ্র ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে তখন প্রবেশ করছেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। আর ঠিক সেই সময়ই মাইকে ঘোষণা - ২৩ হাজার ভোটে এগিয়ে গেলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কীর্তি আজাদ।

বিজেপি প্রার্থী গণনাকেন্দ্রে প্রবেশ করার পথেই এই ঘোষণা শুনে তাঁকে দেখে গো-ব্যাক স্লোগান দিলেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। উঠল জোর গলায় ''জয় বাংলা'' স্লোগান। তবে এতে আদৌ ক্ষেপে না-গিয়ে, দিলীপ ঘোষ হাসিমুখে তৃণমূল কর্মীদেরের দিকে হাত নাড়লেন।

এই নিয়েই অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয় গণনাকেন্দ্রের বাইরে। পরিস্থিতি যাতে অপ্রীতিকর না-হয়, সে জন্য তৎপর ছিল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। এর পর বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, 'গণনা এখনও অনেক বাকি। দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের গণনা বাকি আছে। দেখুন শেষ পর্য্যন্ত কী হয়?' অর্থাৎ শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত হাল ছাড়তে রাজি নন গেরুয়া শিবিরের প্রবীণ এই রাজনীতিক।

# বর্থ এগজিট পোল, লক্ষাধিক ভোটে জয়ী হবেন তিনি, বলেছেন যোরহাট আসনে কংগ্রেস-প্রার্থী গৌরব

যোরহাট (অসম), ৪ জুন (হি.স.) : ধোঁপে টেঁকেনি, বর্থ, দেশের মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল এগজিট পোল। বুথ সমীক্ষা ছাপিয়ে লক্ষাধিক ভোটে জয়ী হবেন তিনি, বলেছেন যোরহাট আসনে কংগ্রেস-প্রার্থী গৌরব গগৈ। এখন সরকারিভাবে সর্বশেষ ফলাফলের অপেক্ষায় তিনি।

যোরহাট আসনে বিজেপি-প্রার্থী বিদায়ী সাংসদ তপন গগৈকে ১, ৩৭,৪৬২ ভোটের ব্যবধানে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন কংগ্রেস-প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ গৌরব গগৈ।

এ পর্য্যন্ত গণনার ফলাফল অনুযায়ী গৌরব গগৈ পেয়েছেন ৭,২২, ৬৪৫টি ভোট। ৫,৮৫,১৮৩ ভোট পেয়েছেন বিজেপির তপন গগৈ। ভোট গণনা কেন্দ্র চত্বরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গৌরব গগৈ বলেন, ইতিমধে তিনি দুটি ভোট গণনা কেন্দ্র ঘুরে এসেছেন।

গণনা প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট তিনি। গৌরব বলেন, তাঁদের নেতা রাহুল গান্ধী আগেই এগজিট পোলগুলিকে 'মোদী পোল' বলে খারিজ করেছিলেন।

রাহুলজির এই দাবি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। গ্রাউন্ড রিয়ালিটি এগজিট পোল থেকে ভিন্ন হতে চলেছে, বলেন গৌরব।

## সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কার্যত নিজের পরাজয় মেনে নিলেন ওমর আবদুল্লাহ

বারামুলা, ৪ জুন (হি. স.) : ভোট গণনার মাঝেই বারামুলা লোকসভা কেন্দ্রে পরাজয় মেনে নিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ওমর আবদুল্লাহ। শেষ প্রাপ্ত খবর অনুসারে শেখ আবদুল রশিদের থেকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার ভোটে পিছিয়ে রয়েছেন আবদুল্লাহ।

জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, আমি মনে করি অনিবার্যকে মেনে নেওয়ার সময় এসেছে। উত্তর কাশ্মীরে জয়ের জন্য ইঞ্জিনিয়ার রশিদকে অভিনন্দন। তিনি এও বলেন, ভোটাররা নিজেদের মতদান করেছেন এবং গণতন্ত্রে এটাই গুরুত্বপূর্ণ।

## প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে তাঁর তৃতীয় মেয়াদ দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে : চিরাগ পাসোয়ান

পাটনা, ৪ জুন (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তাঁর তৃতীয় মেয়াদ দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। জোর দিয়ে বললেন লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)-র প্রধান চিরাগ পাসোয়ান। লোকসভা নির্বাচনে বিহারের হাজিপুর আসনের প্রার্থী হলেন চিরাগ পাসোয়ান। তিনি হাজিপুর আসনে বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।

জয় যখন একপ্রকার নিশ্চিত, এমন সময় হাজিপুরের বাসভবনে জয় উদযাপন করেন চিরাগ পাসোয়ান। চিরাগ এদিন বলেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিনন্দন জানাতে চাই, কারণ তাঁর নেতৃত্বে তৃতীয়বারের মতো এনডিএ সরকার গঠিত হতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে এই তৃতীয় মেয়াদ দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে, যা তিনি দেশকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

## উত্তরাখণ্ডে সবকটি আসনেই গেরুয়া ঝড়

দেহরাদুন, ৪ জুন (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের ৫টি আসনেই জিততে চলেছে বিজেপি। বিকেল চারটে নাগাদ প্রাপ্ত প্রবণতা অনুযায়ী, উত্তরাখণ্ডের তেহরি গাড়োয়াল, গাড়োয়াল, আলমোরা, নৈনিতাল-উধমসিং নগর ও হরিদ্বার আসনে বিজেপি অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে।

দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে এবার খাতা খুলতেই পারেনি কংগ্রেস তথা ইন্ডি জোট। দলের এই সাফল্যের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার দুপুরে দেহরাদুনে দলীয় কার্যালয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি দলীয় কর্মীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

## সিপিএমের এজেন্টকে হল থেকে মেরে বার করে দেওয়ার অভিযোগ

হুগলি, ৪ জুন (হি স): সিপিএমের এজেন্টকে গণনাকেন্দ্র থেকে চড় থাপ্পড় মেরে বার করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। সিপিআইএমের প্রার্থী দীপ্সিতা ধর এই অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

মঙ্গলবার দুপুর ১:৪০ নাগাদ কাউন্টিং হল থেকে বেরিয়ে আসেন সিপিআইএমের কাউন্টিং এজেন্ট জয়ন্ত রং। তাঁর অভিযোগ, কাউন্টিং চলাকালীন যখন তৃণমূল ব্যাপক ভোটে জিতছে, সেই সময় তাঁকে থাপ্পড় মেরে গণনাকেন্দ্র থেকে বার করে দেওয়া হয়।

এই ঘটনা জানার পরেই সরব হন সিপিআইএম প্রার্থী দীপ্সিতা। তিনি বলেন, 'কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জিতছেন, খবর আসার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে ওদের দাদাগিরি। সিপিএমের মোট দুজন কাউন্টিং এজেন্টকে মারধর করে গণনাকেন্দ্র থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে।' তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

## ইউরোর প্রস্তুতি: গোলের দেখা পেল না জার্মানি

নুরেমবার্গ, ৪ জুন (হি. স.): এসে গেল ইউরো কাপ। প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে দলগুলো।নুরেমবার্গে সোমবার রাতের প্রীতি ম্যাচে অংশ নিল জার্মানি। চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের প্রস্তুতি ম্যাচটা ভালো গেল না। গোলশূন্য ড্রয়ে জার্মানিকে রুখে দিয়েছে ইউরোর টিকেট না পাওয়া ইউক্রেন।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## যে ধরনের তেল হৃদযন্ত্রের জন্য ভালো

একেক তেল রান্নায় আনে একেক রকম স্বাদ। নারিকেল, সরিষা, অ্যাভোকাডো, জলপাই, সূর্যমুখী, 'ক্যানোলা' ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে আসা তেল আজকাল রন্ধনপ্রণালীর অংশ হয়েছে। তবে হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য কোন তেলটি ভালো?

এই প্রশ্নের আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তর দিয়েছে 'আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন (এএইচএ)'। সঙ্গে জানিয়েছে হৃদযন্ত্রের জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে এমন ১০টি দিক সম্পর্কে।

এই সংস্থার মতে, তরল 'নন-ট্রপিকাল' উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে আসা তেল যেমন- জলপাইয়ের তেল বা অলিভ অয়েল এবং 'সানফ্লাওয়ার অয়েল' বা সূর্যমুখীর তেল হৃদযন্ত্রের জন্য হবে সবচাইতে উপকারী।

পুষ্টিবিদ লিসা মস্কোভিচ হলেন নিউ ইয়র্ক নিউট্রিশন গ্রুপ'য়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং 'দ্য কোর থ্রি হেলদি ইটিং প্ল্যান' বইটির রচয়িতা।

তিনি বলেন, "নারিকেল তেল, পাম অয়েল ইত্যাদি 'ট্রপিকাল' তেল হৃদযন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের বিষয়টাকে বিবেচনায় আনলে মোটেই ভালো পছন্দ নয়। কারণ বহুল ব্যবহৃত এই তেলগুলোতে থাকা চর্বিতে থাকে অতিমাত্রায় 'প্রো-ইনফ্লামাটরি স্যাচুরেইটেড ফ্যাট। মাত্রাতিরিক্ত 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট' শরীরে ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল 'এলডিএল'য়ের মাত্রা বাড়ায়। আর সেখান থেকেই বাড়ে হৃদরোগ এবং 'স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি।"

ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মস্কোভিচ আরও বলেন, "অলিভ অয়েল', 'সানফ্লাওয়ার অয়েল' ভালো বলা মানেই এই নয় যে, নারিকেল তেল কিংবা 'ক্যানোলা অয়েল' ক্ষতিকর। কোন তেলে কতটা 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট' সেটাই মুখ্য বিষয়।"

আর সেই মাত্রা জানতে চাইতে তেলের বোতলের গায়ে লেখা 'নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টস' পড়লেই জানা যায়। যে তেল কক্ষ তাপমাত্রায় যত বেশি জমে যায় তাতে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট'য়ের মাত্রা ততই বেশি।

অলিভ অয়েলের স্বাস্থ্যগুণ

এই তেলে উচ্চমাত্রায় মেলে 'মনো-আনস্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিড'। এই স্বাস্থ্যকর চর্বি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় বলে দাবি করেন বিশেষজ্ঞরা।

২০১৪ সালে ৬৩,৮৬৭ জন নারী আর ৩৫,৫১২ জন পুরুষকে নিয়ে এবিষয়ে একটি গবেষণা চালানো হয়। এই অংশগ্রহণকারীদের হৃদরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি কোনো দূরারোগ্য ব্যধি কখনই ছিল না।

গবেষণার শেষে দেখা যায়, যারা দিনে আধা টেবিল-চামচ 'অলিভ অয়েল' গ্রহণ করেছেন তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি কমেছে ১৫ শতাংশ। পাশাপাশি 'করোনারি হার্ট ডিজিজ'য়ের ঝুঁকি কমেছে ২১ শতাংশ।

মস্কোভিচ বলেন, "হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী তো বটেই, 'এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল'য়ের আছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণাগুণ। দৈনন্দিন বিভিন্ন বদভ্যাস, মানসিক চাপ থেকে প্রদাহের যে আশঙ্কা দেখা দেয় সেগুলো থেকে সুরক্ষা দেয় ওই 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট'। প্রদাহে জর্জরিত শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, হজমশক্তি, হরমোনের ভারসাম্য, বিপাকক্রিয়া সবকিছুই দুর্বল হয়ে পড়ে।"

সূর্যমুখী তেলের গুণাগুণ

মস্কোভিড বলেন, "ভিটামিন ই'য়ের আদর্শ উৎস এই তেল। যা কাজ করে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে।" এই তেলে আরও থাকে 'ওমেগা-সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড, যা প্রদাহনাশক। তবে এর সঙ্গে ভারসম্য বজায় রেখে খেতে হবে 'ওমেগা থ্রি' আছে এমন খাবার। যেমন- স্যামন মাছ, টুনা মাছ, কাঠবাদাম, 'ফ্লাক্সসিড' ইত্যাদি।

## আর্দ্রতা রক্ষাকারী ফেইস মিস্ট

ফেইস মিস্ট ব্যবহারে ত্বকের আর্দ্রতা রক্ষা হয়। পাশাপাশি উজ্জ্বল ভাব ধরে রাখতে সহায়তা করে।

ভারতের 'লাভিশে বাথ এসেনশল'য়ের প্রতিষ্ঠাতা কিটু পাহুজা, সারাদিন ত্বককে সতেজ রাখতে ফেইস মিস্ট ব্যবহারের পরামর্শ দেন। 'ফেমিনা ডট ইন'য়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ফেইস মিস্ট সম্পর্কে তার দেওয়া পরামর্শগুলো তুলে ধরা হল।

পাহুজা কয়েকটি আর্দতা রক্ষাকারী ফেইস মিস্ট ব্যবহারের পরামর্শ দেন যা ত্বকের যত্নে ব্যবহারে ভালো ফলাফল দেয়।

গোলাপের ফেইস মিস্ট

গোলাপ ত্বকের জন্য উপকারী। গোলাপের ফেইস মিস্টে রয়েছে গোলাপের তেল যা ত্বককে শীতল করে।

পাহুজা বলেন, 'তৈলাক্ত ও চিটচিটে ত্বকের জন্য গোলাপের ফেইস মিস্ট খুব ভালো কাজ করে। ত্বককে ময়লা, তেল এবং ঘাম থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং ভেতর ও বাইরে থেকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে।"

অ্যালো নিম ফেইস মিস্ট ত্বক শুষ্ক, রুক্ষ, সংবেদনশীল এবং ব্রণ প্রবণ হলে অ্যালো নিম ফেইস মিস্ট আশীর্বাদ স্বরূপ। অ্যালো ভেরা এবং নিম ত্বককে মসৃণ করে এবং ত্বকের প্রদাহ ও সংবেদনশীলতা কমায়।

এগুলোর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল যৌগ সংবেদনশীল ত্বকের জন্য উপকারী। ত্বক আর্দ রাখতে, ব্রণ ও মলিনভাব কমাতে এই মিস্ট উপকারী।

হলুদের ফেইস মিস্ট

হলুদ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এতে থাকা কারকিউমিন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির কারণে হওয়া ক্ষয় ও ত্বকের রোদপোড়া ভাব কমাতে এবং বর্ণ উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে।

কয়েক ফেঁটা গ্লিসারিন এবং গোলাপ জল হলুদের সঙ্গে মিশিয়ে ফেইস মিস্ট তৈরি করা যায়। এটা তৈলাক্ত ও সংবেদনশীল ত্বকের জন্য উপকারী।

নারিকেলের ফেইস মিস্ট

ত্বককে আরাম দিতে, মলিনভাব কমাতে নারিকেলের মিস্ট উপকারী। এটা যে কোনো মৌসুমেই ব্যবহার করা যায়। ত্বককে শীতল রাখার পাশাপাশি, পিএইচ'য়ের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং উজ্জ্বল ভাব আনে। এর সঙ্গে যে কোনো এসেনশল তেল মেশালে শীতকালে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।

কমলা লেবুর ফেইস মিস্ট

সিট্রাস বা টকজাতীয় ফলে আছে ভিটামিন সি এবং ই, যা ত্বক সতেজ রাখতে সহায়তা করে। কয়েক ফেঁটা কমলা এবং লেবুর রসের সঙ্গে এসেনশল তেল এবং অ্যালো ভেরা জেল বা গোলাপ জলের তৈরি ফেইস মিস্ট ত্বকের আর্দতা রক্ষার পাশাপাশি উজ্জ্বল ভাব আনে।

লেবু ত্বককে শুদ্ধ করে এবং চোখের চারপাশের দাগছোপ কমায়। কমলা ত্বকে সতেজভাব আনে ও পরিষ্কার রাখে।

এছাড়াও এটা ত্বকের তেল নিঃসরণ কমায়, ত্বকের তৃষ্ণা কমায় এবং দাগছোপ কমায়। তাই ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ও সুস্থ রাখতে এমন ফেইস মিস্ট ব্যবহারের পরামর্শ দেন, পাহুজা।

ফেইশল মিস্ট সব ধরনের ত্বকের জন্যই উপকারী। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বা সকালে ঘুম থেকে উঠে অথবা মেইক আপ করার আগে এমনকি দিনের যে কোনো সময়েই ফেইস মিস্ট মুখে স্প্রে করে আরাম অনুভব করা যায়।

## খাবার খাওয়ার পর মিষ্টি খেলেও ওজন বাড়বে না

শেষপাতে মিষ্টিমুখ করার রেওয়াজ বহু পুরনো। তবে ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় একটু ভয়ও কাজ করে। ডায়াবিটিস, ওজন বেড়ে যাওয়ার চিন্তা মাথায় ঘোরে। তা সত্ত্বেও মধ্যরাতে হঠাৎ মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছে করতেই পারে। কাজ থেকে ফেরার সময়ে পাড়ার মিষ্টির দোকানের পাকঘরে গরম রসগোল্লা তৈরির গন্ধ নাকে গেলেও মন উচাটন হয়ে ওঠে।

তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এমন কিছু মিষ্টির পদ রয়েছে, যেগুলি খেলে ওজন কিংবা রক্তে শর্করা বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। তেমন কিছু পদের সন্ধান রইল এখানে।

১) ফ্রুট চাট

আম, লিচু, কলা, আপেল, স্ট্রবেরির মতো ফল ছোট ছোট করে কেটে উপর থেকে টক দই, চাট মশলা এবং লেবুর রস ছড়িয়ে খাওয়া যেতে পারে। ফলের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক শর্করা। তাই ডায়াবেটিকদের জন্যেও এই খাবার নিরাপদ। এই ধরনের মিষ্টি খাবার খেলে ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ও নেই।

২) চিয়া পুডিং

চিয়া বীজ, কাঠবাদাম বা নারকেলের দুধ, ভ্যানিলা এসেন্স এবং সামান্য একটু মধু এই কয়েকটি জিনিস একসঙ্গে মিশিয়ে সারা রাত ফ্রিজে রেখে দিন। পরের দিন সকালে পুডিং তৈরি হয়ে যাবে। মধ্যাহ্নভোজের পর কিংবা রাতে এই পুডিং দিয়ে মিষ্টিমুখ করা যেতেই পারে।

৩) ম্যাঙ্গো কুলফি

পাকা আমের ক্বাথের সঙ্গে ঘন দুধ ভাল করে মিশিয়ে নিন। আলাদা করে চিনি বা মধু দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কুলফির ছাঁচে ভরে সারা রাত ফ্রিজে রেখে দিলেই কাজ শেষ।

৪) বেক অ্যাপল আপেলের মাথার দিকটা কেটে ভিতর থেকে খানিকটা কুরে নিন। কুরিয়ে নেওয়া আপেলের সঙ্গে সামান্য দারচিনি, খানিকটা কিশমিশ, কাঠবাদাম কুচি এবং সামান্য মধু মিশিয়ে নিন। এ বার ওই কুরিয়ে নেওয়া অংশটি আবার আপেলের মধ্যে ভরে দিন। ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আপেলটি ২০ থেকে ২৫ মিনিট বেক করে নিলেই বেক অ্যাপল তৈরি।

৫) মিলেটের পায়েস যেমন ভাবে চালের পায়েস তৈরি করেন, একই ভাবে মিলেটের পায়েস তৈরি করতে পারেন। প্রথমে সামান্য ঘিয়ের মধ্যে ছোট এলাচ দিয়ে মিলেট ভেজে নিন। এ বার নারকেলের দুধ দিয়ে ফুটতে দিন। মিলেট সেদ্ধ হয়ে এলে গুড় দিয়ে খানিক ক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিন। হয়ে গেলে উপর থেকে কাঠবাদাম কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

## হাঁটার অভ্যাস ধরে রাখার মতো যেভাবে গড়বেন

যে কোনো নতুন অভ্যাসের মতো হাঁটাহাঁটির অভ্যাস গড়ে তুলতেও প্রয়োজন সময় এবং চেষ্টা।

যুক্তরাষ্ট্রের হাঁটাহাঁটি বিষয়ক এবং 'এসিই' প্রশিক্ষক মিশেল স্ট্যানটেন বলেন, "হাঁটার রুটিন তৈরির আগে এর পেছনে আপনার অনুপ্রেরণার উৎস কী সেটা জানা জরুরি। ভর দুপুরে জুতা পরে পার্কে হাঁটতে যাওয়ার পেছনে কোনো নির্দিষ্ট কারণ যদি আপনি খুঁজে না পান তবে যাওয়ার কোনো মানে নেই।"

'ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "গবেষণা বলে ১৫ মিনিট হাঁটার কারণে বাড়ে সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা। হাঁটলে মন মেজাজ ভালো হয়, মানসিক অস্বস্তি কমে। তাই ভালো থাকতে হলে হাঁটতে হবে এমনটা না ভেবে হাঁটলে কী উপকার পাবেন সেটা ভাবলেই বেশি অনুপ্রেরণা পাবেন।"

হাঁটার অভ্যাসটা ধরে রাখতে হলে কিছু পরামর্শ মেনে চলতে বলছেন স্ট্যানটেন।

সামান্য দিয়ে শুরু: গবেষণা বলে সামান্য পরিমাণ ব্যায়ামও যদি নিয়মিত হয় তবে জীবন পাল্টে দেওয়ার মতো প্রভাব রাখতে সক্ষম। হাঁটা যখন শুরু করছেন প্রথমে পাঁচ কিংবা ১০ মিনিট থেকে শুরু করুন। এতে আপনার প্রতিদিন কোনো উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ব্যায়াম হবে না ঠিক তবে প্রতিদিন হাঁটার অভ্যাসটা তৈরি হবে। সেখান থেকে বাড়াতে হবে হাঁটার গতি, সময়, দূরত্ব ইত্যাদি।

যে ইঙ্গিত মনে করিয়ে দেবে: স্ট্যানটেন বলেন, "যে কোনো অভ্যাসে গড়ে ওঠার জন্য একটা নির্দিষ্ট ঘটনা প্রয়োজন যা ওই অভ্যাসটাকে সক্রিয় করবে। জীবনের দৈনন্দিন রুটিনের একটা কাজের বদলে সেখানে হাঁটাহাঁটি বসিয়ে তা বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না। তবে প্রতিদিন করা হয় এমন একটা কাজের সঙ্গে যদি হাঁটতে বের হওয়ার সম্পর্ক তৈরি করা যায় তবে তা অভ্যাসে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা জোরালো হয়।"

যেমন, দুপুরে খাওয়ার পর এঁটো বাসনগুলো সিঙ্কে'য়ে রেখেই হাঁটতে বের হয়ে যাবেন, এটাই আপনার অভ্যাস। কিংবা প্রতিদিন সকাল ১১টার মিটিংটা শেষ করেই আপনি হাঁটতে যাবেন।

দৃশ্যপটে পরিবর্তন: স্ট্যানটেন বলছেন, "প্রতিদিন একই স্থানে হাঁটলে আপনার তাতে বিরক্তি আসতে পারে। স্থান পরিবর্তন করতে পারেন। ছুটির দিন দূরে কোথাও হাঁটতে যেতে পারেন। হাতে সময় না থাকলে প্রতিদিন যেখানে হাঁটা শেষ করে, সেখান থেকেই শুরু করতে পারেন। গতি বাড়াতে পারেন, বিরতি পথ দিয়ে দিয়ে হাঁটতে পারেন।"

হাঁটার সঙ্গে প্রিয় কিছু জুড়ে নেওয়া: টিভিতে প্রিয় অনুষ্ঠানটা দেখা সময় ট্রেডমিল'য়ে হাঁটতে পারেন। এতে ওই অনুষ্ঠান দেখার সঙ্গে হাঁটার অভ্যাসটা জুড়ে যাবে। কোনো প্রিয় 'পডকাস্ট' থাকলে সেটা হাঁটার সময়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। এতে হাঁটার অভ্যাসটা জোরালো হবে।

## যোগাসনেই কমবে ওজন

ওজন কমানো সহজ নয়। ডায়েট, শরীরচর্চা, বাইরের খাবার খাওয়া বন্ধ করেও কোনও লাভ হয়নি অনেকের। ওজনের পারদ এতটুকু কমেনি। সেটা নিয়ে হতাশাও গ্রাস করে। সেই হতাশা কাটাতে আবার অনিয়ম শুরু হয়ে যায়। ফলে কিছুতেই আর ওজন কমানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে ওজন কমাতে ভরসা রাখতে পারেন যোগাসনে। কোনগুলি করবেন জানেন?

ধনুরাসন এই আসনটি করতে প্রথমে পেট উপুড় করে শুয়ে পড়ুন। তার পর হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতা যতটা সম্ভব পিঠের উপর নিয়ে আসুন। এ বার হাত দুটো পিছনে নিয়ে গোড়ালির উপর শক্ত করে চেপে ধরুন। চেষ্টা করে পা দুটো মাথার কাছাকাছি নিয়ে আসুন। পেট মেঝে স্পর্শ করিয়ে উপরে দিকে তাকান। এই ভঙ্গিতে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে ২০-৩০ সেকেন্ড থাকুন। তার পর ধীরে ধীরে আগের ভঙ্গিতে ফিরে যান।

ত্রিকোণাসন এই আসনটি করতে প্রথমে দুটি পা ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ বার হাত দুটি দু'পাশে লম্বা করে দিন। বাঁ পাশে শরীর বেঁকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন। ডান হাতটি উপরের দিকে একেবারে সোজা করে রাখতে হবে। হাঁটু ভাঙলে চলবে না। কয়েক মুহূর্ত এমন থাকার পর হাত দুটি না ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়ান। একই ভাবে ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন। প্রতি দিন কমপক্ষে ৩ বার এই আসনটি করুন। মেদ ঝরানোর পাশাপাশি হজম ক্ষমতা উন্নত করতেও সাহায্য করে এই আসন।

নৌকাসন

প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। এর পর শ্বাস নিতে নিতে নিতম্ব ও কোমরে ভর দিয়ে দেহের উপরের অংশ ও পা একই সঙ্গে উপরের দিকে তুলুন। বাহু ও পায়ের পাতা একই দিকে থাকবে। এ রকম নৌকা বা ইংরেজি এল আকৃতির মতো অবস্থায় ২০-৩০ সেকেন্ড থাকুন। ধীরে ধীরে দম ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। প্রতি দিন ২-৩ বার এই যোগাসনটি করতে পারেন। শরীরের পেশি শক্তিশালী হবে। ওজনও থাকবে নিয়ন্ত্রণে।

## গরমে ঘামের দুর্গন্ধের থেকে কী কী নিয়ম মেনে চললে সমস্যা নিস্তার পাবেন?

গরমে প্যাচপেচে গামের সমস্যা নাজেহাল হতে হয় অনেককেই। কারও ঘাম বেশি হয়, কারও আবার কম। তবে ঘাম আটকানোর কোনও উপায় নেই। উচিতও নয়। আমাদের শরীর অতিরিক্ত জল এবং কিছু খনিজ পদার্থ ঘাম হিসাবে বার করে দেয়। এই ঘাম কিন্তু আসলে গন্ধবিহীন। ত্বকের উপরের স্তরে পৌঁছনোর পর বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়ার সঙ্গে মিশে ঘামে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে হলে প্রথমেই তার কারণ জানা দরকার। পরিচ্ছন্নতার অভাবের কারণে ঘামে দুর্গন্ধ হয়, আবার শারীরিক অসুস্থতার কারণেও ঘামে গন্ধ হতে পারে। ডিয়োডোর্যা কিংবা সুগন্ধি ব্যবহার করাটা হচ্ছে ঘামের গন্ধ তাড়ানোর সেরা উপায়। তবে পারফিউমের গন্ধ খুব বেশি ক্ষণ টেকে না। তা হলে গরমের সময়ে গামের দুর্গন্ধ এড়িয়ে চলতে কী কী নিয়ম মেনে চলবেন? ১. বাহুমূল, স্তনের নীচে, কানের পিছনের অংশ, কোমর, হাঁটু ও কনুইয়ের ভাঁজ, হাতের তালু যে অংশে ঘাম বেশি জমে, এই অংশগুলি পরিষ্কার রাখা দরকার।

২. প্রতি দিন পরিষ্কার শুকনো অন্তর্বাস পরবেন। আধশুকনো বা অপরিষ্কার অন্তর্বাস কিন্তু ব্যাক্টেরিয়া বহন করে। যা ঘামে দুর্গন্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ। গরমে সিন্থেটিক কাপড় কিংবা গাঢ় রঙের পোশাক এড়িয়ে চলুন। সুতির হালকা রঙের পোশাক পরুন। তাতে ঘাম হলেও তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। ৩. রোজের পোশাক রোজ বাড়িতে এসে কাচতে দিন। ঘামে ভেজা পোশাক দ্বিতীয় বার না পরাই ভাল। একান্তই যদি পরতে হয়, তা হলে তা রোদে শুকিয়ে নিয়ে তবেই পরুন। ৪. গরমের দিনে স্নানের জলে পছন্দসই এসেনশিয়াল অয়েল (ফুলের পাতা, গাছের পাতা, কাণ্ড, শিকড় ইত্যাদি নিঙড়ে তৈরি করা রস) মিশিয়ে নিতে পারেন। না হলে স্নানের জলে পাতিলেবুর রস এবং খানিকটা বেকিং সোডা মিশিয়ে স্নান করলেও উপকার পাবেন। ৫. শরীরের অন্য কোনও জায়গায় না হলেও, অতিরিক্ত ঘামের কারণে বাহুমূলে দুর্গন্ধের সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। কারণটা সেই ব্যাক্টেরিয়া। বাহুমূলে নিয়মিত শেভ বা ওয়্যাক্স করলে ওই অংশে ব্যাক্টেরিয়া জমতে পারে না। ফলে দুর্গন্ধও হয় না। গরমের সময় বাহুমূল কেশহীন রাখাই ভাল। ৬. টম্যাটোর অ্যান্টিসেপটিক উপাদান ব্যাক্টেরিয়াকে মেরে ফেলে বলে ঘাম থেকে আর দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে না। শরীরের যে যে অংশে ঘাম বেশি হয়, সেখানে টম্যাটো দিয়ে "স্ক্রাব" করলেও ভাল ফল পাবেন। পাতিলেবুর রস শরীরের পিএইচ লেভেল কমিয়ে দেয়, ফলে ব্যাক্টেরিয়া তৈরি হতে পারে না। একটি লেবুকে দু'ভাগ করে তার একটি অংশ নিয়ে বগলের নীচে ঘষে ফেলুন। কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করে স্নান সারুন। এটা রোজই করতে পারেন, যত দিন না গন্ধ দূর হচ্ছে। ৭. খাদ্যতালিকায় পরিবর্তন আনুন। গরমের সময়ে ঘামের সমস্যা দূর করতে ভাজা খাবার, অতিরিক্ত তেলজাতীয় বা মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল।

## ত্বকের নানা সমস্যায় নাজেহাল?

অনেকেরই ধারণা, বয়স বাড়লেই বোধ হয় ডায়াবিটিস রোগ বাসা বাঁধে শরীরে। তবে সাম্প্রতিক বিভিন্ন সমীক্ষা বলেছে, কমবয়সিদের মধ্যেও এখন এই রোগের হানা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

ডায়াবিটিসের হাত ধরে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হয়, শরীরে বাসা বাঁধে একাধিক রোগ। তাই ওষুধ বা ইনসুলিন, নিয়মিত শরীরচর্চা, নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধ মেনে চলার মাধ্যমেই তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়।

ডায়াবিটিস শরীরে বাসা বাঁধলে প্রথম অবস্থাতেই তা টের পাওয়া যায় না। রক্ত পরীক্ষা করিয়ে তা বুঝে নিতে অনেকটা সময় গড়িয়ে যায়। যে কোনও ক্রনিক অসুখের ক্ষেত্রে যত আগে তার উপস্থিতির কথা জানা যায়, ততই ভাল। তাতে চিকিৎসা দ্রুত শুরু করা যায়।

চিকিৎসকেরা বলছেন, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে উপসর্গগুলিকে চেনা অত্যন্ত জরুরি। না হলে আগাম সতর্কতা নেওয়া অসম্ভব। বার বার প্রস্রাব পাওয়া, প্রবল তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসা, ওজন কমে যাওয়া, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়া, হাত-পায়ে ঝিঁঝি ধরা ও অবশ হয়ে যাওয়া টাইপ-২ ডায়াবিটিসের প্রধান কতকগুলি লক্ষণ। তবে ডায়াবিটিস হলে তার উপসর্গ ফুটে ওঠে ত্বকেও। ত্বকের কোন লক্ষণগুলি বলে দেবে আপনার শরীরে ডায়াবিটিস বাসা বেঁধেছে?

১. "নেক্রোবায়োসিস লিপোয়েডিকা ডায়াবেটিকোরাম" হল ত্বকের একটি সমস্যা। এর ফলে ত্বকে ছোট ছোট ফুসকুড়ির মতো হয়। কিছু দিন পর এগুলি থেকে ত্বকে বিভিন্ন দাগও দেখা দেয়। এই লক্ষণটি পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। ফুসকুড়ির আকার গোলাকার, ডিম্বাকৃতি হতে পারে। চোখের পাতা, ঘাড় বা হাতে এই ধরনের উপসর্গ দেখতে পাওয়া যায়।

২. হাত, পা, বাহুতে কোনও কারণ ছাড়াও ফোস্কা দেখা দিতে পারে। দেখতে অনেকটা, ঠিক পুড়ে গেলে যেমন ফোস্কা পড়ে, তেমনই লাগে। এটিও ডায়াবিটিসের অন্যতম একটি লক্ষণ। এমন হলে অতি অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

৩. ত্বকের চুলকানি কিন্তু ডায়াবিটিসের আরও একটি লক্ষণ। রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি হলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। এই কারণেই ত্বকে এমন অস্বস্তি দেখা দেয়। গলায়, ঘাড়ে, বাহুমূল, কুঁচকি-সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে কালো ছোপ পড়ে। ত্বক পুরু হয়ে যায়। প্রি-ডায়াবেটিক অবস্থায় ত্বকের এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়।

# বাংলাদেশের ম্যাজিস্ট্রেটগণ ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন----চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবদুর রহমান

মনির হোসেন।। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবদুর রহমান বলেন, বিচারপ্রার্থী মানুষের কাংখিত সময়ে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জে কর্মরত বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, একটি গতিশীল জনবান্ধব ও আলোকিত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী প্রতিষ্ঠার যে অগ্রযাত্রা তা অব্যাহত থাকবে। সততা,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক বিচারিক কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের থেকে নিষ্পত্তি পর্যন্ত যে ভ্রমন তা যেন নির্বিঘ্ন ও জনবান্ধব হয় সে তাগিদেই এই প্রশিক্ষন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আশা করি বিচারপ্রার্থী জনগণ অচিরেই এর সুফল ভোগ করতে পারবে।

মঙ্গলবার ৪ জুন বিকেলে নারায়ণগঞ্জ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উদ্যোগে তদন্তাধীন ফৌজদারী মামলার নথি ব্যবস্থাপনা, আদালতে মামলা পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ কোর্ট পুলিশের সিএসআই ও জি আর ও দের এক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি সভাপতির বক্তব্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,নারায়ণগঞ্জ পুলিশ সুপার মোঃ গোলাম মোস্তফা রাসেল। নারায়ণগঞ্জ কোর্ট পুলিশের সিএসআই ও জি আর ও দের প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন,সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ কাউছার আলম।

কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ বদিউজ্জামান,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রসিকিউশন) মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, নারায়ণগঞ্জ কোর্ট ইন্সপেক্টর মোঃ আব্দুর রশিদ।

এ সময় অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নুসরাত সাহারা বিথী,মোঃ ইমরান মোল্লা,মোঃ শামসুর রহমান, মোঃ নূর মহসিন, মোঃ হায়দার আলী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাফিয়া শারমিন। কর্মশালার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন, নারায়ণগঞ্জ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নাজির মোঃ শাকিলুর রহমান।

## আরও তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ রাজ্যপালের

কলকাতা, ৪ জুন (হি.স.): ভোটের ফলপ্রকাশের আগেই তিন উপাচার্য নিয়োগ। রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত আরও তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্যনিয়োগ করলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সি ভি আনন্দ বোস।এদিন রাজভবনের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানানো হয়েছে সে কথা।

প্রেসিডেন্সি, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ও কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্যমনোনীত করেছেন আচার্য বোস। জানা গিয়েছে, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন অন্তর্বর্তী উপাচার্যহচ্ছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তী।

সূত্রের খবর, রাজ্যসরকারের পাঠানো তালিকা থেকেই তাঁকে বেছে নিয়েছেন আচার্যবোস।নির্মাল্যবাবু আগে কিছুদিন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ব. অন্তর্বর্তীউপাচার্যের দায়িত্ব সামলেছিলেন।

## কংগ্রেস সদর দফতরের বাইরে উল্লাস, আনন্দে মাতল বিজেপিও

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.) : লড়াই একপ্রকার হাড্ডাহাড্ডি হয়েছে। তবুও শেষ হাসি হাসতে চলেছে বিজেপি। অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে এখনও পর্যন্ত বিজেপি নেতৃত্বধীন এনডিএ এগিয়ে রয়েছে ৩০০ আসনে। ইন্ডি জোটের ঝুলিতে রয়েছে ২২৫টি আসন। ইতিমধ্যেই আনন্দে মেতে উঠেছে বিজেপি। দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার বাসভবনের বাইরে আনন্দ উদযাপন করেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা।

আনন্দে কমতি নেই কংগ্রেস শিবিরেও। এবারের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসও ভালোই ফল করেছে। ইন্ডি জোট যেখানে ২২৫টি আসনে এগিয়ে রয়েছে, সেখানে শুধুমাত্র কংগ্রেস ৯৫টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। আনন্দে মেতে উঠেছে কংগ্রেসের কর্মীরাও।

## কল্যাণীতে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ-সহ এক যুবক গ্রেফতার

নদিয়া, ৪ জুন (হি. স.): সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক কল্যাণী মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম কৃষ্ণ পাল ওরফে পচা। তিনি হরিণঘাটার অন্তত বিরহী এক নম্বর গ্রামের পঞ্চায়েতের অধীন আইসপুরের বাসিন্দা। রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে ওই যুবক ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে কল্যাণী মোড় এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। সেখানে ধৃতের থেকে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউণ্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অপরাধে যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। যুবকের বিরুদ্ধে আইনানুগ মামলা করে তদন্ত শুরু পুলিশ।

## বারাণসী লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্ণায়ক লিডের দিকে নরেন্দ্র মোদী

বারাণসী, ৪ জুন (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারাণসী লোকসভা আসনে নির্ণায়ক লিড বজায় রেখেছেন। ১৬ তম রাউন্ডের গণনায়, নরেন্দ্র মোদী তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্ডি জোটের প্রার্থী অজয় রাইয়ের চেয়ে ১,০০,৫৭৮ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। নরেন্দ্র মোদী পেয়েছেন ৩,৬৫,৯৯৯ ভোট এবং অজয় রাই পেয়েছেন ২,৬৫,৪২১ ভোট। কমপক্ষে ৩০ রাউন্ড ধরে ভোট গণনা চলবে।

# মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়ে অগ্রগতি কংগ্রেসের

গুয়াহাটি, ৪ জুন (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মোট ২৫টি লোকসভা আসনের মধ্যে বিজেপি সর্বাধিক ১৩টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। এছাড়া বিজেপির জোটশরিক এগিয়ে পাঁচ, কংগ্রেস ছয় এবং অন্য দলের এক প্রার্থী এগিয়ে রয়েছেন।

অসমের মোট ১৪ আসনের মধ্যে বিজেপি জোট ১১টিতে এগিয়ে চলেছে। একটি আসনে জোট শরিক অগপ ছাড়া বিজেপির লিড বেশি। পাশাপাশি তিনটি আসনে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস। ত্রিপুরার দুটি আসনেই এগিয়ে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা। এর মধ্যে ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে বিপ্লবকুমার দেব ৫,৮১,৬৯৫ ভোটে এবং ত্রিপুরা পূর্ব আসনে কৃতি সিং দেবী দেববর্মন ৪,৭৪,৩৭১ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।

অরুণাচল প্রদেশের দুটি লোকসভা আসনে কিরেন রিজিজু অরুণাচল পশ্চিম আসনে ৮৮০৯৮ এবং অরুণাচল পূর্ব আসনে তাপির গাও ২৭৫৩০ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। মণিপুরের দুটি আসনে এগিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীরা। এর মধ্যে ইনার মণিপুরে আঙ্গোমচা বিমল আকোইজাম ৬৯৪৫২ এবং আউটার মণিপুর আসনে আলফ্রেড কান্নাগাম এস আর্থার ৪৬৬৯৯ ভোটে এগিয়ে।

মেঘালয়ের দুটি আসনের একটি তুরায় কংগ্রেস প্রার্থী সালেং এ সাংমা ১,৫২,৪৭৮ ভোট এবং শিলং আসনে ভিওটিপিপি প্রার্থী ড. রিকি অ্যান্ড্রু জে সিংকন ৩,৪৬,৩৩৫ ভোটে রয়েছেন এগিয়ে।

মিজোরামের একমাত্র আসনে ক্ষমতাসীন জেডপিএম প্রার্থী মিজোরাম রিচার্ড ওয়ানলালহামংগাইহা ৬৬৮৫২ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।

এছাড়া নাগাল্যান্ডের একমাত্র আসনে কংগ্রেস প্রার্থী এস সুপংমারেন জামির ৪৮২৪৩ ভোটে এগিয়ে।

সিকিমের একমাত্র আসনে ক্ষমতাসীন দল এসকেএম প্রার্থী ইন্দ্রা হ্যাং সুব্বা ৭৮১৭০ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।

## অসমে রেকর্ড ভোটে জয়ের পথে কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল, বদরউদ্দিনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে ৪,৬৩,৬৬৩ ভোটে

গুয়াহাটি, ৪ জুন (হি.স.) : অসমে রেকর্ড ভোটে জয়ের পথে কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হুসেন। এআইইউডিএফ-প্রধান, তিনবারের সাংসদ বদরউদ্দিন আজমলকে পেছনে ফেলে ৪,৬৩, ৬৬৩ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে যাচ্ছেন। অসমের ১৪টি লোকসভা আসনের মধ্যে কংগ্রেস বিপুল ভোটের ব্যবধানে তিনটি আসনে এগিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে ধুবড়ি আসনে কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হুসেন সম্ভবত দেশের সর্বোচ্চ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হতে চলেছেন।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, রকিবুল হুসেন তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এআইইউডিএফ প্রার্থী মওলানা বদরউদ্দিন আজমলকে ৪,৬৩, ৬৬৩ ভোটের রেকর্ড ব্যবধানে এগিয়ে গেছেন। রকিবুল হুসেন মোট ৬,৮৬,৯৮৪ ভোট পেয়েছেন। এখন পর্যন্ত মওলানা বদরউদ্দিন আজমল পেয়েছেন ২২৩৩২১টি ভোট।

একইভাবে যোরহাট লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী তথা রাহুল গান্ধীর ঘনিষ্ঠ গৌরব গগৈ ১,০২, ৮০৯ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। গৌরব এ পর্যন্ত পেয়েছেন ৫,৬০,২৫১ ভোট। গৌরবের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির বিদায়ী সাংসদ তপন গগৈ।এদিকে নগাঁও লোকসভা আসনে কংগ্রেস প্রার্থী প্রদ্যুত বরদলৈ ১,৩৪,৫৪৩ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। বরদলৈ এখন পর্যন্ত মোট ৪,০৬, ৭২৪টি ভোট পেয়েছেন। একানে উল্লেখ করা যেতে পারেস গৌরব গগৈয়ের নির্বাচনী কেন্দ্র সীমানা পুনর্বিন্যাসের পর পরিবর্তন হয়েছে। এর আগে তিনি কলিয়াবর কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন।

অন্যদিকে বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ আসনে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ছবি উঠে আসছে। প্রতি মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে ওই আসনের পরিসংখ্যান। ওই আসনে কখনও এগিয়ে বিজেপি, আবার কখনও এগিয়ে কংগ্রেস। এখন দেখার বিষয়, শেষ হাসি কে হাসেন।

## শুরু থেকে সবুজ ঝড়ের আভাস বঙ্গে, বিজয়োৎসবের প্রস্তুতি তৃণমূলের

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.): লোকসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের প্রতিটি মুহূর্ত টানটান উত্তেজনায় কাটছে সব শিবিরের নেতা, মন্ত্রী, প্রার্থীদের। মঙ্গলবারের একেবারে চূড়ান্ত মাত্রায় উত্তেজনা গোটা দেশবাসীর।

গণনার প্রাথমিক গতি দেখে কেউ কেউ খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও পরমুহূর্তেই তা উধাও। বঙ্গেও একই পরিস্থিতি। তৃণমূলের দখলে আসছে কটি আসন? বিজেপি কি আগের চেয়েও বেশি ভোট পাবে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে টিভির পর্দায় চোখ রেখেছেন জনতা। এমন দিনে কালীঘাটে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় এবং দলনেত্রীর বাড়ির আশেপাশে যে কর্মী-সমর্থকদের জমায়েত হবে, তা তো স্বাভাবিক। মঙ্গলবার দুপুরে কালীঘাটের চিত্রটা তেমনই। গণনার কয়েক রাউন্ড শেষে বহু কেন্দ্রেই এগিয়ে থাকতে দেখা গেল তৃণমূল প্রার্থীদের। আর তাতেই উচ্ছ্বসিত ঘাসফুল শিবির। রীতিমতো উৎসবের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। বারাসত, বর্ধমানে সবুজ আবির নিয়ে খেলাও শুরু হয়েছে। দুপুর গড়াতেই কালীঘাটে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দেখা গেল, দলে দলে হাজির কর্মী, সমর্থকরা। ভ্যানে করে সবুজ চেয়ার আসছে। মণ্ডপ বাঁধার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। গণনার গতি ফলপ্রকাশ পর্যন্ত বজায় থাকলে, দিকে দিকে তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হলে তাঁদের পরিকল্পনা, সন্ধেবেলাই জমজমাট উদযাপন হবে কালীঘাটে। সেখানে থাকতে পারেন দলনেত্রীও। দুপুর থেকে তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

## গান্ধীনগরে ৪ লক্ষাধিক ভোটে এগিয়ে অমিত শাহ, গুজরাটে বড় জয়ের পথে বিজেপি

গান্ধীনগর, ৪ জুন (হি.স.): গুজরাটের গান্ধীনগরে ৪ লক্ষাধিক ভোটে এগিয়ে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, অমিত শাহ এগিয়ে রয়েছেন ৪,৮৮,২৫০টি ভোটে। বিজেপি এমনিতেই গুজরাটের সুরাট আসনে জিতে আছে।

গুজরাটের ২৬টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৩টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। জিতে আছে একটি আসনে এবং কংগ্রেস দু'টি আসনে এগিয়ে রয়েছে।

## হাজারিবাগে বিজেপি প্রার্থী মনীশ জয়সওয়াল ৬৮,১৪৮ ভোটে এগিয়ে

রামগড়, ৪ জুন (হি.স.) : হাজারিবাগ লোকসভা আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী মনীশ জয়সওয়াল এখনও পর্যন্ত ১৫৮৪৫৫ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জয়প্রকাশ ভাই প্যাটেল ৬৮১৪৮ ভোটে পিছিয়ে রয়েছেন। জয়প্রকাশ ভাই প্যাটেল এখনও পর্যন্ত ৯০৩০৭ ভোট পেয়েছেন। এ পর্যন্ত পাঁচ দফা গণনা সম্পন্ন হয়েছে। মোট ২৫ রাউন্ডের জন্য গণনা চলবে।

## ভোটগণনার দিনেও তীব্র তাপপ্রবাহ রাজধানীতে

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি. স.): একদিকে রাজধানীতে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ চড়ছে। অন্যদিকে আবহাওয়াও উত্তপ্ত দিল্লিতে। গরমে জেরবার রাজধানী দিল্লি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যেখানে ৩০ ডিগ্রির বেশি সেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৫০ ডিগ্রির কাছে। দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তেই তাপপ্রবাহ চলছে। এমনকি মঙ্গলবার ভোটগণনার দিনেও তার ব্যতিক্রম হলো না। এদিন দুপুর পর্যন্ত মুক্তি মেলেনি গরমের হাঁসফাঁস অবস্থা থেকে। তবে একটু হলেও স্বস্তির খবর দিয়েছে হাওয়া অফিস। জানা গেছে, রাজধানীতে আকাশ পরিষ্কার থাকলেও হাল্কা বৃষ্টি হতে পারে।

এদিনও রাজধানীর রাস্তায় বেলা বাড়তেই মানুষজনের আনাগোনা কমেছে। বেশিরভাগ অফিসই বাড়িতে বসে কাজ করার কথা ঘোষণা করেছে। গরমের জেরে বিভিন্ন স্কুল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। কয়েকটি স্কুল যদিও সকালের দিকে ক্লাস করিয়ে নিয়েছে। আগামী বেশ কয়েকদিন এই তীব্র তাপপ্রবাহ চলবে।

## অসমের ১৪ আসনের মধ্যে ১১টিতে এগিয়ে বিজেপি জোট, তিন কংগ্রেস

গুয়াহাটি, ৪ জুন (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনে অসমের মোট ১৪ আসনের মধ্যে বিজেপি জোট ১১টিতে এগিয়ে চলেছে। একটি আসনে জোট শরিক অগপ ছাড়া বিজেপির লিড বেশি। পাশাপাশি তিনটি আসনে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস। ভোট গণনা চলছে।

নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে ৯টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। এর মধ্যে দরং-ওদালগুড়ি আসনে দিলীপ শইকিয়া ১,৬১,২৮৩-টি (প্রাপ্ত ভোট ৪০৭৩৪৮) ভোট, গুয়াহাটি আসনে বিজুলি কলিতা মেধি ১, ২১,৬০২ (প্রাপ্ত ভোট ৩৯০২৮৮), ডিফু আসনে অমরসিং তিসো ৪৪, ১৩৯ (প্রাপ্ত ভোট ১৩৬৭৮৫), করিমগঞ্জে কৃপানাথ মাল্লা ৮১২১ ভোট (প্রাপ্ত ভোট ৯৬৫৫০), শিলচরে পরিমল শুক্লবৈদ্য ১,৪০, ৯৬৯ (প্রাপ্ত ভোট ২৬৬৪৪৯), কাজিরঙা ১,০৪,৯৬৬ (প্রাপ্ত ভোট ৪,১৪,৯৪০) ভোট, শোণিতপুরে রঞ্জিত দত্ত ১,৯৮,৮৯৭ (প্রাপ্ত ভোট ৪১৯১৩৩) ভোট, লখিমপুরে প্রদান বরুয়া ১৪৯৩৪৮ ভোট (প্রাপ্ত ভোট ৪৪৩৭০৪) এবং ডিব্রুগড় আসনে সর্বানন্দ সনোয়াল ১,৯৬,৭৪৫ ভোটে (প্রাপ্ত ভোট ৪৮২৮৬৫) এগিয়ে রয়েছেন।

এদিকে বিজেপির মিত্রজোট ইউপিপিএল প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারি কোকরাঝাড় আসনে ২৪০৭৮ ভোট এবং বরপেটা আসনে অগপ প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী ৯৮৬২৫

## নাসিকে বিমান বাহিনীর ফাইটার প্লেন সুখোই-৩০ বিধ্বস্ত

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.) : ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান সুখোই-৩০ এমকেআই মহারাষ্ট্রের নাসিকের নিফাদ তালুকের শিরগাঁওয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। দুই পাইলটই নিরাপদে বের হয়ে যান।

একজন প্রতিরক্ষা আধিকারিক জানিয়েছেন, ভারতীয় বিমান বাহিনীর সুখোই-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমান মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলায় বিধ্বস্ত হয়েছে। এই বিমানটি ওভারহোলিংয়ের জন্য হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের কাছে ছিল। বিমানের দুই পাইলটই বিমান থেকে বের হয়ে নিরাপদে আছেন।

## দিল্লিতে আধিপত্য বিজেপির, ভরাডুবি কেজরিওয়ালের দলের

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে এবার আধিপত্য বিস্তার করল বিজেপি। দিল্লির সাতটি আসনেই এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। খাতা খুলতে পারল না অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি, দিল্লিবাসী হতাশ করল কংগ্রেসকেও। দিল্লির চাঁদনী চক আসনে এগিয়ে আছেন বিজেপি প্রার্থী প্রভীন খান্ডেলওয়াল, উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে এগিয়ে মনোজ তিওয়ারি।

পূর্ব দিল্লিতে এগিয়ে হর্ষ মালহোত্রা, নতুন দিল্লিতে বাঁশুরি স্বরাজ, উত্তর-পশ্চিম দিল্লিতে এগিয়ে আছেন যোগেন্দ্র চান্দলিয়া, পশ্চিম দিল্লি আসনে এগিয়ে কমলজিৎ শেরাওয়াত এবং দক্ষিণ দিল্লি আসনে এগিয়ে রামবীর সিং বিধুরি।

## বিকশিত বিকানেরই লক্ষ্য, জয় নিশ্চিত হতেই বললেন অর্জুন রাম মেঘওয়াল

বিকানের, ৪ জুন (হি.স.): বিকশিত বিকানেরই তাঁর লক্ষ্য, বিকানের সংসদীয় আসনে জয় যখন প্রায় নিশ্চিত তখন এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তিনি বলেছেন, 'চতুর্থ বারের মতো আমার জয় নিশ্চিত করার জন্য আমি বিজেপি কর্মী ও ভোটারদের ধন্যবাদ জানাই। আমার অগ্রাধিকার হবে বিকানেরকে ''বিকশিত

## লোকসভা নির্বাচন : বদায়ুতে এগিয়ে বিজেপির দুর্বিজয় সিং, পিছিয়ে সপার আদিত্য যাদব

লখনউ, ৪ জুন (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা চলছে। বদায়ু লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী দুর্বিজয় সিং শাক্য তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজবাদী পার্টির আদিত্য যাদবের চেয়ে ১৫ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। সপার সাধারণ সম্পাদক শিবপাল সিং যাদবের ছেলে আদিত্য প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনে লড়ছেন।

নির্বাচন কমিশনের মতে, ১৫ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন বিজেপির দুর্বিজয় সিং। এ আসনে মোট ১১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বিএসপির মুসলিম খান।

বদায়ু আসন, একসময় সপার শক্ত ঘাঁটি হিসেবে বিবেচিত, ২০১৯ সালে বিজেপি জিতেছিল। বাদাউন আসনটি ১৯৯৬ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সপার দখলে ছিল। বিজেপির সংঘমিত্রা মৌর্য ২০১৯ সালের নির্বাচনে জিতেছিলেন। ২০১৯ সালে, বিজেপি এই আসনে ১৯ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছিল।

## সাকিব বিশ্বকাপও খেলবেন সেই সঙ্গে ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য তহবিলও সংগ্রহ করবেন

নিউইয়র্ক, ৪ জুন (হি. স.):আগামী ৮ জুন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করবে বাংলাদেশ। তার পরের দিন অর্থাৎ ৯ জুন সাকিব নিউইয়র্কে 'ফান্ড রাইজিং ডিনারে' উপস্থিত থাকবেন ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণের তহবিল সংগ্রহের জন্য।

সেইদিন নিউইয়র্কের জামাইকায় সেন্ট জোন্স ইউনিভার্সিটির বলরুমে হবে ফান্ড রাইজিং ডিনার। 'সাকিবের ক্যান্সার হাসপাতাল' নির্মাণ প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহ কর্মসূচি এটি। বিশ্বকাপ চলার মধ্যেই সাকিবের ঘনিষ্ঠজন এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র বিতরণের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তবে বিশ্বকাপের মাঝে সাকিবের এমন ধরনের প্রকল্পে কাজ করার জন্য অনেকেই সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এই সব সমালোচনায় কান দিচ্ছেন না সাকিব।

## এনডিএ-র সঙ্গেই আছে জেডিইউ, জানিয়ে দিলেন কে সি ত্যাগী

পাটনা, ৪ জুন (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনে এবার আশানুরূপ ফল হয়নি বিজেপির। এখনও যা প্রবণতা, তাতে মনে হচ্ছে বিজেপির পক্ষে একা সরকার গঠন করা কঠিন। সরকার গঠন করতে হলে এনডিএ-কে প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির জন্য আশার কথা শোনালেন জেডিইউ মুখপাত্র কে সি ত্যাগী।

তিনি মঙ্গলবার জানিয়েছেন, 'আমরা আমাদের পূর্বের অবস্থান অব্যাহত রাখছি। নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে, জেডি(ইউ) আবারও এনডিএ-তে সমর্থন জানিয়েছে, আমরা এনডিএ-র সঙ্গে আছি, এনডিএ-র সঙ্গেই থাকব।' নির্বাচন কমিশনের প্রবণতা অনুসারে, জেডি(ইউ) ১৫টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। এখনও গণনা চলছে।

## জলন্ধরে জিতলেন চান্নি, বিজেপি প্রার্থী সুশীল হারলেন বিপুল ভোটে

জলন্ধর, ৪ জুন (হি.স.): পঞ্জাবের জলন্ধর লোকসভা আসনে জিতে গেলেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস প্রার্থী চরণজিৎ সিং চান্নি। বিজেপি প্রার্থী সুশীল কুমার রিঙ্কুকে হারিয়েছেন তিনি। ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৯৩ ভোটের ব্যবধানে চান্নির কাছে হেরেছেন সুশীল। পঞ্জাবের জলন্ধর আসনে এবার বিজেপিকে হারিয়ে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন চান্নি।

ভোটগণনা শুরু হওয়ার পর থেকেই এগিয়ে ছিলেন চান্নি। দুপুরের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায় যে চান্নি জিতছেন। নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে, চরণজিৎ সিং চান্নি ৩,৯০,০৫৩টি ভোট পেয়েছেন। ব্যবধান ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৯৩টি ভোট।

## আমেঠিতে হারতে চলেছে বিজেপি, রায়বেরেলিতে বিপুল ভোটে জিতছেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের আমেঠি লোকসভা আসনে এবার হারতে চলেছেন বিজেপি প্রার্থী স্মৃতি ইরানি। স্মৃতিকে পরাজিত করতে চলেছেন কংগ্রেসের কিশোরী লাল শর্মা। শেষ প্রাপ্ত প্রবণতা অনুযায়ী, ১,০৪,৮০৯ ভোটে এগিয়ে আছেন কে এল শর্মা। স্মৃতি পিছিয়ে অনেকটাই। এই ভালো ফলের জন্য গান্ধী পরিবার ও আমেঠির জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন শর্মা।

অন্যদিকে, উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলিতে বিপুল ভোটে জিততে চলেছেন রাহুল গান্ধী। এখনও পর্যন্ত রাহুল গান্ধীর প্রাপ্ত ভোট ৬,৭৯,১৭৩। নিকটতম প্রতিদ্বন্দীর সঙ্গে তাঁর ব্যবধান ৩, ৮৫,৫০১টি ভোট।

## কালীঘাটে বৈঠকে মমতা , আছেন অভিষেকও

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.): চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে ভোটগণনার মাঝেই কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার দুপুর ১টা নাগাদ তাঁকে দেখা গেল কালীঘাটে দলনেত্রীর বাড়ির দিকে যেতে।

সাংবাদিকদের দেখে গাড়ি থেকেই হাসিমুখে আঙুল দিয়ে দেখালেন জয়ের চিহ্ন। বোঝাই গেল, গেরুয়া হাওয়ার বেগ কমিয়ে বঙ্গে ঘাসফুলের ঝড় বওয়ার ইঙ্গিত পেতেই চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী দলের সেনাপতি।

## দেবগৌড়ার দুর্গ হাসনে এগিয়ে কংগ্রেস

হাসন, ৪ জুন (হি. স.): ভোটযুদ্ধে ধাক্কা খেলেন যৌন কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত প্রজ্বল রেভান্না। কর্নাটকের হাসন কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে প্রায় ৪০ হাজার ভোটের ব্যবধানে পিছিয়ে প্রজ্বল। উল্লেখ্য, প্রজ্বল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার নাতি। একমাত্র ১৯৯৯ সালের ব্যতিক্রম বাদ দিলে ১৯৯১ থেকে টানা দেবগৌড়ার সমর্থনপুষ্ট প্রার্থী জয়ী হয়েছেন হাসনে। দেবগৌড়া স্বয়ং জিতেছেন ৫ বার। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের

# লোকসভা নির্বাচনে আমাদের জয় বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের জয়: নরেন্দ্র মোদী

**নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.) :** ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বরিষ্ঠ নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের পরে দলের সদর দফতরে কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময়, বিজয়ের জন্য দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তৃতীয় মেয়াদে দেশ লিখবে বড় বড় সিদ্ধান্তের নতুন অধ্যায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ একটি অত্যন্ত শুভ দিন। এই শুভ দিনে, এনডিএ টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করবে। আমরা সবাই জনতা জনার্দনের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। দেশবাসী এনডিএ এবং বিজেপির প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছে। আজকের বিজয় বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের বিজয়। এটা ভারতের সংবিধানের প্রতি অটুট আনুগত্যের জয়। এটি বিকশিত ভারতের প্রতিশ্রুতির বিজয়। এটাই সবকা সাথ সবকা বিকাশের মন্ত্রের জয়। এটা ১৪০ কোটি দেশবাসীর বিজয়।

মোদী বলেন, ১৯৬২ সালের পর এই প্রথম কোনো সরকার তার দুই মেয়াদ শেষ করে টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় ফিরেছে। ওড়িশা, অরুণাচল প্রদেশ এবং অন্ধ্র প্রদেশে বিজেপির চমকপ্রদ পারফরম্যান্সের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অরুণাচল প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা এবং সিকিমে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ওড়িশায় সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। কেরালায় একটি আসনেও বিজেপি জিতেছে, আমাদের দলের কর্মীরা কেরালায় অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে।

বিরোধী দল ইন্ডি জোটকে কটাক্ষ করে মোদী বলেন, আমাদের বিরোধীরা একত্রিত হলেও তারা এতগুলি আসন জিততে পারবে না যতটা বিজেপি একা এই লোকসভা নির্বাচনে জিতেছে।

দক্ষতার সঙ্গে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমি ভারতের নির্বাচন কমিশনকেও ধন্যবাদ জানাই এত বড় পরিসরে নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য। ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য প্রত্যেক ভারতীয়ই গর্বিত।

মোদী বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের ভোটাররা এই নির্বাচনে রেকর্ড ভোট দিয়ে অভূতপূর্ব উতাহ দেখিয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে ভারতকে বদনামকারী শক্তিকে আয়না দেখিয়েছে। বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রয়াত মাকে স্মরণ করে বলেন, মাকে ছাড়া এটাই তার প্রথম নির্বাচন।

## মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, পশ্চিম আসনের জয়ী প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব এবং ৭-রামনগরের জয়ী প্রার্থী দীপক মজুমদার।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি, নেতৃত্ব থেকে শুরু করে কর্মী সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই নির্বাচন একটি গুরুত্বপুর্ন নির্বাচন ছিল। গোটা দেশ এর দিকে তাকিয়ে ছিল। যদিও আরো বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসার কথা ছিল। তবে এটা বিষয় নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সেটাই বড় কথা। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী জয়ী প্রার্থী সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিন পশ্চিম আসনের জয়ী প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ তাঁর উপরে ভরসা রেখেছেন আরো একবার। তাই রাজ্যের জনগণের সেবায় তিনি উপস্থিত থাকবেন। রাজ্যবাসীর উন্নয়নে কাজ করবেন।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# কৈলাসহরের বাবুর বাজারে সোনাভ্যালী কৃষি সমবায় সমিতি দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থায় পরিণত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৪ জুন:**ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের বাবুর বাজারে সোনাভ্যালী কৃষি সমবায় সমিতি দীর্ঘদিন ধরেই অচল হয়ে পড়ে রয়েছে। সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে মারাত্মক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বাবুরবাজারে অবস্থিত প্রাচীনতম সোনাভ্যালী কৃষি সমবায় সমিতি। ১৯৭৭ সালে সমবায় সমিতির অফিস বাড়ি নির্মান করা হয়। মুলত কৃষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে এই সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। প্রথম দিকে এই সমিতির অধিনে দশ বারটি গ্রাম পঞ্চায়ত ছিল। সমিতি থেকে এক সময় কৃষকদের কৃষি ঋণ বিতরণ করা হতো। এখন সমিতির অধিনে কমে গ্রাম পঞ্চায়তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চারটি।

এগুলো হলো শ্রীনাথপুর, যুবরাজনগর ও ইয়াজেখাওরা পুর্ব এবং ইয়াজেখাওরা পশ্চিম। সমিতিতে একজন মাএ ম্যানেজার আছেন। তিনি নাম মাএ ম্যানেজার। দিনের পর দিন সমিতির অফিস ঘরটি বন্ধ থাকে। কিন্তু ম্যানেজার বাবুর বেতন -ভাতা ইত্যাদি ঠিকই আছে। সোনাভ্যালী কৃষি সমিতির নিজস্ব জমিতে আলাদাভাবে বেশ কয়েকটি মার্কেট শেড নির্মান করে দেওয়া হয়েছে।

বেকার যুবকরা দোকান খুলে ব্যবসা বানিজ্য করছে। কিন্তু এসব দোকান মালিকেরা ঘরভাড়া কোথায় তথা কার কাছে দেয়? এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এদিকে, সমিতি যখন পুরো দমে চালু ছিল সে সময় রেগার পেমেন্ট ও বিভিন্ন ধরনের ভাতা ইত্যাদি জমা রাখতে ব্যাংক এর মত শতাধিক সমিতি ভোক্তাদের নামে একাউন্ট করা হয়। তখন একাউন্ট করতে কারো কাছ থেকে সাতশ টাকা , কারো কাছ থেকে হাজার নেওয়া হয়েছিল।এখন সেই একাউন্টের কোন খোঁজখবর নেই। অনেক সমিতি ভোক্তারা দাবি করেছেন তাদের একাউন্টের সময়ে নেওয়া সেই টাকা যেন ফেরত দেওয়া হয়। তাছাড়া বর্তমান সরকারের কাছে ভোক্তাদের দাবি ফের যেন এলাকার কৃষকদের উন্নয়নে বাবুরবাজার সোনাভ্যালী কৃষি সমবায় সমিতি চালু করা হয়। এদিকে কৈলাসহর শহরের পর সবচেয়ে বড় ডাকঘর হল উত্তরাঞ্চলের বাবুরবাজার উপ-ডাকঘর। এই ডাক ঘরের অধিনে এলাকায় আরো ছোট ছোট ডাকঘর রয়েছে। সেগুলো হল ইরানি -লাটিয়াপুরা-টিলা বাজার-রাঙাউটি-হিরাছড়া।এই ডাকঘরের কুড়ি হাজার একাউন্টধারী গ্রাহক সংখ্যা।পায় প্রতি দিন কমকরেও দশ লাখ টাকা জমা ও তোলা হয়। কিন্তু পায় প্রতি দিন নেটের সমস্যায় গ্রাহকরা নাজেহাল হতে হচ্ছে। তাছাড়া পায়ই বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় ভুগতে হয় গ্রাহকদের।দু-দুটি দামি জেনারেটর ডাকঘরে বিকল হয়ে পড়ে আছে। সেগুলো মেরামত হয় না। যদিও ভাড়া ঘরে ডাকঘর চলছে।

## ইন্ডি জোটেরও

● প্রথম পাতার পর

গান্ধী বলেছেন, উত্তর প্রদেশের জনগণ চমৎকার করে দেখিয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের পাশে বসে সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল বলেছেন, 'উত্তর প্রদেশের জনগণ দেশের রাজনীতি ও সংবিধানের বিপদ বুঝতে পেরেছিল এবং তারা সংবিধানকে রক্ষা করেছে। কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোটকে সমর্থন করার জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই।'

রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'রায়বেরেলি এবং ওয়ানাড থেকে জিতেছি এবং আমি ভোটারদের ধন্যবাদ জানাই। আমি কোন আসনটি ধরে রাখব তা আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি এখনো সিদ্ধান্ত নিইনি।' খাড়গে এদিন বলেছেন, 'যতক্ষণ না আমরা আমাদের জোটের অংশীদারদের সঙ্গে কথা না বলি এবং নতুন সহযোগী যারা জোটে আসতে চাইছে, আমরা তাদের সঙ্গেও কথা বলব এবং দেখব কীভাবে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা আনতে পারি। আমি যদি এখানে সব কৌশল বলি, মোদীজি চালাক হয়ে যাবেন।

লোকসভা নির্বাচনে এবার আশানুরূপ ফল হয়নি বিজেপির। এখনও যা প্রবণতা, তাতে মনে হচ্ছে বিজেপির পক্ষে একা সরকার গঠন করা কঠিন। সরকার গঠন করতে হলে এনডিএ-কে প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির জন্য আশার কথা শোনালেন জেডিইউ মুখপাত্র কে সি ত্যাগী। তিনি মঙ্গলবার জানিয়েছেন, 'আমরা আমাদের পূর্বের অবস্থান অব্যাহত রাখছি। নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে, জেডি(ইউ) আবারও এনডিএ-তে সমর্থন জানিয়েছে, আমরা এনডিএ-র সঙ্গে আছি, এনডিএ-র সঙ্গেই থাকব।' নির্বাচন কমিশনের প্রবণতা অনুসারে, জেডি(ইউ) ১৫টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। এখনও গণনা চলছে।

## জয়

● প্রথম পাতার পর

৭- রামনগর উপনির্বাচনেও জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী দীপক মজুমদার। তিনি ২৫ হাজার ৩৮০ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছে। বিজেপি প্রার্থী দীপক মজুমদারের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বামফ্রন্ট প্রার্থী রতন দাস পেয়েছেন ৭ হাজার ৩৬৬ টি ভোট। অর্থাৎ ১৮ হাজার ১৪ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন দীপক মজুমদার।

## ওড়িশ্যায় বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে মোদী জানিয়েছেন, এনডিএ-কে অসাধারণ জনাদেশ দিয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ।

মোদী এক্স-এ লিখেছেন, 'আমি রাজ্যের জনগণকে তাঁদের আশীর্বাদের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি এন চন্দ্রবাবু নাইডু, পবন কল্যাণ এবং কর্মীদের অভিনন্দন জানাই। এই জয়ের জন্য তেলেগু দেশম পার্টি, জনসেনা পার্টি এবং অন্ধ্রপ্রদেশ বিজেপিকে অভিনন্দন। আমরা অন্ধ্রপ্রদেশের সর্বাত্মক অগ্রগতির জন্য কাজ করব ও রাজ্যের উন্নতি নিশ্চিত করব।'

## দাবি মমতার

● প্রথম পাতার পর

নাম না করে 'দলবদলু' তাপস রায়কে তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সাথে "বাংলার বকেয়া অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে। বকেয়া না মেটালে আন্দোলন হবে। লজ্জা থাকলে আমাদের টাকা এখনই ফেরত দেওয়া হোক" সুর চড়ালেন তিনি।

মমতা বলেন, "সব জোটসঙ্গীর সঙ্গে ফোনে কথা হবে। ফলের জন্য অখিলেশকে অভিনন্দন। রাহুলকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছি। ইন্ডিয়া জোটকে ভাঙতে পারবে না বিজেপি। যাঁদের ফোনে পেয়েছি, তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছি"। সাথে তাঁর মন্তব্য, "সন্দেশখালির মানুষ জবাব দিয়েছেন। মা-বোনেদের স্যালুট। যে বুথে চক্রান্ত করেছিল, সে বুথেও জিতেছে। আমার কাজের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল"।

## মারপিট, আহত ৩

● প্রথম পাতার পর

আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ওই ঘটনায় বিধায়কের কাছে সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানিয়েছেন জনৈক মহিলা।

## পাল্লা ভারী

● আটের পাতার পর

পালাকে ৩,৭১,৯১০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। ভিনসেন্ট পালা ভোট পেয়েছেন মোট ১,৯৯,১৬৮টি। অন্যদিকে রাজ্যের ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-র প্রার্থী ড় ম্যাজেল আমপারিন লিংডোহ ১,৮৬,৪৮৮টি ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।

একইভাবে ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী রবার্ট জুন খারজাহারিন ৪৪,৫৬৩, নির্দলীয় প্রার্থী অধ্যাপক ড় লাখন কেএমএ পেয়েছেন ১৮,৫৮২ ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী পিটার শালাম পেয়েছেন ৭,০২৪ ভোট। নোটায় ভোট পড়েছে ১১,০০৮টি।

অন্যদিকে তুরা আসনে কংগ্রেস প্রার্থী সালেং এ সাংমা ৩,৮৩, ৯১৯টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। সালেং এ সাংমা এনপিপি প্রার্থী আগাথা কে সাংমাকে ১৫৫২৪১ ভোটে পরাজিত করেছেন। আগাথা সাংমা ২২৮৬৭৮টি ভোট পেয়েছেন। এছাড়া তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জেনিথ এম সাংমা পেয়েছেন ৪৮৭০৯ ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী লাবেন সিএইচ মারাক ৬,৯১০টি ভোট পেয়েছেন। তুরা আসনে নোটায় ৫৮৪০টি ভোট পড়েছে।

**মিজোরাম ঃ** রাজ্যের শাসক দল জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম)-এর প্রার্থী লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এই রাজ্যের প্রবণতা রয়েছে, যে দল ক্ষমতায় থাকবে, সেই দলের প্রার্থী লোকসভায় জয়ী হবেন। এই ঐতিহ্য ধরে রেখেই বিজয়ী হয়েছেন ক্ষমতাসীন দল জেডপিএম-এর প্রার্থী রিচার্ড ভ্যানলালামংগাইহা।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জেডপিএম প্রার্থী রিচার্ড ভ্যানলালামংগাইহা ২,০৮,৫৫২ ভোট পেয়ে মিজোরাম আসনে জয়ী হয়েছেন। মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের প্রার্থী কে ভানলালভেনাকে ৬৮২৮৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন রিচার্ড ভ্যানলালামংগাইহা। ভ্যানলালামংগাইহা মোট ভোট পেয়েছেন ১,৪০,২৬৪টি।

মিজোরাম আসনে কংগ্রেস প্রার্থী লালবিয়াকজামা পেয়েছেন ৯৮৫৯৫ ভোট, বিজেপি প্রার্থী ভ্যানলালহামুয়াকা পেয়েছেন ৩৩৫৩৩ ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী লালহরিয়াত্রেঙ্গা চাংতে পেয়েছেন ৪,৭০৬ ভোট, মিজোরাম পিপলসকনফারেন্স প্রার্থী রিতা মালসাউমি পেয়েছেন ৩৭৯৩ ভোট। নোটায় ভোট পড়েছে ১,৮৯৩টি।

## সেনসেক্স পড়লো ৬ হাজার পয়েন্ট

মুম্বই, ৪ জুন (হি. স.): যাবতীয় এক্সিট পোলকে সাগরের জলে ছুঁড়ে ফেলে লোকসভা ভোটের ফল বিপরীত স্রোতে গড়াতেই সকাল থেকেই বিপর্যয়ের মতো ধসে পড়ে শেয়ার বাজার। যাকে বাজার ব্যাপারিরা রক্তস্নান বলে বর্ণনা করেছেন।গণনা শুরু হতেই ব্যাপক লোকসান বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে। বাজার খুলতেই ২ হাজার পয়েন্টেরও বেশি পড়ে যায় সেনসেক্সের সূচক। ২ শতাংশ কমে নিফটিও। এর পরসেনসেক্সের সূচক পড়ে আরও বেশি। উল্লেখ্য, ভোটগণনার শুরুতে এনডিএর সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি টক্কর দিচ্ছে ইন্ডিয়া জোট। সেই ইঙ্গিত মিলতেই ধস শেয়ার বাজারে।গত ২ বছরের মধ্যে একদিনে সর্বনিম্ন ধস নেমেছে দালাল স্ট্রিটে। সেনসেক্স ৩৭০০ পয়েন্ট এবং নিফটি ২২,১৪০ পয়েন্ট নেমে গিয়েছে। সোমবার এক্সিট পোলের উপর নির্ভর করে যে উত্থান হয়েছিল, তা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে মঙ্গলবার সকালে বাজার খুলতেই।

বেলা ১১টা পর্যন্ত যখন এনডিএ-ইন্ডিয়া জোটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে, তখন সেনসেক্স নেমে আসে ৩২০৩.৮২ পয়েন্টে অথবা ৪.১৯ শতাংশ। নিফটি ৯৭৩.৭০ পয়েন্ট পতন বা ৪.১৯ শতাংশ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বিরোধীদের চোখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "বন্ধু" গৌতম আদানির সহযোগী কোম্পানিগুলির বিশাল পতন হয়।

ভোটের ফলাফলের যে রকম প্রবণতা ধরা পড়ছে, সেই মুহূর্তে তার চিত্র ধরা পড়ছে দালাল স্ট্রিটেও।

# ২৬ এ বিজেপির পক্ষে বঙ্গের শাসনে আসা বেশ কঠিন,"দাবি 'পদ্মশ্রী' সমাজসেবীর

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.) : "২০২৬ এ বিজেপির পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসা বেশ কঠিন"। মঙ্গলবার এই মন্তব্য করলেন 'পদ্মশ্রী' স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সমাজসেবী-চিকিৎসক অরুণোদয় মণ্ডল। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় এজেন্সির শ্লথগতির তদন্ত ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বিধাগ্রস্থতা, এমনকি উচ্চ আদালতের ভূমিকাও ভোটের ফলাফলে প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়েছে।

এই প্রতিবেদককে তিনি জানান, "কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের জন্য সকাল থেকে টিভির পর্দায় চোখ রেখে বুঝলাম এবারও মাননীয় নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বারের জন্য ভারতের প্রশাসনের দায়িত্ব পাচ্ছেন। অত্যন্ত আনন্দের খবর। অথচ পশ্চিমবঙ্গের ফলাফলের বিশ্লেষণে - একদিকে গ্রামগঞ্জে বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা, নিজেদের নীতি বা আদর্শকে সঠিক ও সহজবোধ্যভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরার ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে। সিএএ ও এন আর সি সম্পর্কে মানুষকে সহজ ভাবে বোঝাতেউ ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে, লাগাম ছাড়া দুর্নীতি, খুন-জখম, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, চাকরি চুরি, মিড ডে মিলের চাল চুরি, আবাস যোজনার টাকা চুরি, রেশনের চাল চুরি, সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য ডিএ না দেওয়া, সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করার হুমকি এমনই হাজারো অভিযোগে অভিযুক্ত বর্তমান শাসক দল। পুলিশ প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করে আইনের শাসনের পরিবর্তে দলীয় শাসন কায়েম করে স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসন চালানোর রীতি চালু করেছে রাজ্যের শাসক দল।

এর পাশাপাশি নানা আর্থিক সুযোগ সুবিধা, এমনকি লক্ষীর ভান্ডার নামক সরকারি প্রকল্পের আশ্বাস দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতায় টিকে থাকা, শিক্ষার বেহাল অবস্থা, স্বাস্থ্যের ভঙ্গুর দশা, কল কারখানা বা শিল্পের আকাল, গ্রামীণ অর্থনীতির বেহাল দশা, উন্নয়নের নামে ধোঁকাবাজি, ছাপ্পা ভোট, এমন হাজারও অপরাধে অপরাধীদের ভোট দিয়ে স্বীকৃতি দেওয়ায় গণতন্ত্রের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে।

সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনের জন্য প্রতিশ্রুত নির্বাচন কমিশনারের প্রশাসনিক দুর্বলতা ও সদিচ্ছার অভাব - যেভাবে প্রথম কয়েক দফায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করতে দেখা গেল, ৭ম দফায় সর্বত্র একটা গা ছাড়া ভাব, তারপর অসুস্থ ও অশীতিপর মানুষের ভোট বাড়িতে এসে নেওয়ার ক্ষেত্রে তৎপরতার অভাব (আমার স্ত্রী অসুস্থ ও আমার কয়েকজন পরিচিত প্রত্যেকেই ৮০ এবং চলন শক্তি রহিত, ফলে ভোট দানে বিরত)। এভাবে প্রায় কুড়ি পঁচিশ শতাংশ মানুষ ভোট দানে বিরত, এমনকি যতদিন যাচ্ছে ক্রমশ শিক্ষিত ও বয়স্ক মানুষরা ভোটদানে অনীহাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, ক্রমশ এটা বাড়বে। রাজ্য পুলিশ ক্রমশ শাসকদলের অনুগত দাস হয়ে উঠছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রায় ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে ভারতের মতো উন্নতশীল দেশে গণতন্ত্র প্রশ্নের মুখে। তবুও আশা রাখবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের গণতন্ত্রকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করবেন, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখবেন।

অত্যন্ত ভয় ও আশঙ্কার কারণ - একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে যেভাবে প্রত্যক্ষ সমর্থনের ঘোষণা করেছে বা একজন সংখ্যালঘু জনপ্রতিনিধি যেভাবে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিচ্ছেন - এটা ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট বলেই মনে হয়।

তবুও গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসবের ফলাফল মাথা পেতে নিতেই হয়। ২০২৬ এর নির্বাচনে এই ফলাফলের প্রভাব পড়বে কিনা বা পড়লে কতটা পড়বে তা এই মুহূর্তে বলা যায় না। এই দু বছরে বিজেপি কতটা নিজেকে তৈরি করতে পারবে বা টিএমসি কতটা এই ফলকে ধরে রাখতে পারবে তার উপর নির্ভর করছে।"

# জয়ের হ্যাটট্রিক লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার

কোটা, ৪ জুন (হি. স.) : বিজেপি প্রার্থী এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা রাজস্থানের কোটা-বুন্দি সংসদীয় আসন থেকে তার টানা তৃতীয় জয় পেয়েছেন। তিনি কংগ্রেস প্রার্থী প্রহ্লাদ গুঞ্জলকে ৪১,৯৭৪ ভোটে পরাজিত করেন।

গণনার তথ্য অনুসারে, দুই জেলার আটটি বিধানসভা কেন্দ্রের এই আসনে ১৫ লক্ষ ৯৫৯ ভোটারের মধ্যে, বিড়লা ৭,৫০,৪৯৬ ভোট (৫০ শতাংশ) পেয়েছেন, যেখানে কংগ্রেস প্রার্থী প্রহ্লাদ গুঞ্জল ৭,০৪,৫২২ ভোট (৪৭.২০ শতাংশ) পেয়েছেন। এখানে ১০,২৬১ জন মানুষ নোটা-তে ভোট দিয়েছেন। ২৬ এপ্রিল এই আসনে ১৪,৮৭, ৯০১ (৭১.২৬ শতাংশ) মানুষ ভোট দিয়েছেন। এর বাইরে ১৩ হাজার ৫৮টি ব্যালট পেপার এসেছে। এ আসনে মোট ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।কোটা-বুন্দি সংসদীয় আসনে, বিজেপি প্রার্থী আটটি বিধানসভা আসনের মধ্যে পাঁচটিতে লিড পেয়েছেন - কোটা দক্ষিণ, রামগঞ্জমান্ডি, সাঙ্গোদ, লাদপুরা, বুন্দি এবং কংগ্রেস প্রার্থী কোটা উত্তর, পিপালদা এবং কেশবরাই পাটন - তিনটি এলাকায় লিড পেয়েছেন। ভোট গণনা শেষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা নির্বাচন অফিসার ডাঃ রবীন্দ্র গোস্বামী বিজয়ী প্রার্থী ওম বিড়লার হাতে বিজয় সনদ তুলে দেন। এ সময় তার সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলাওয়ারও উপস্থিত ছিলেন।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফলাফল ঘোষণার পরে, বিজেপি প্রার্থী ওম বিড়লা গণনাস্থল জেডিবি কলেজে পৌঁছেছিলেন। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে জয় উদযাপন করেন বিজেপি কর্মীরা। বিড়লা বলেন, এই জয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের জয়। জনগণ যে আস্থা দেখিয়েছে তারা তা পালন করার চেষ্টা করবে।

প্রথম পাতার পর।।

| ফলাফল | জয় | এগিয়ে | মোট |
|---|---|---|---|
| এসএইচএস | ৭ | ০ | ৭ |
| এসএইচএসইউবিটি | ৬ | ৩ | ৯ |
| এলজেপিআরভি | ৫ | ০ | ৫ |
| এনসিপিএসপি | ৪ | ৩ | ৭ |
| ওয়াইএসআরসিপি | ৪ | ০ | ৪ |
| সিপিআই(এম) | ৪ | ০ | ৪ |
| আরজেডি | ৩ | ১ | ৪ |
| আইইউএমএল | ৩ | ০ | ৩ |
| আপ আদমি পার্টি | ৩ | ০ | ৩ |
| জেএমএম | ৩ | ০ | ৩ |
| সিপিআই(এমএল) | ২ | ০ | ২ |
| জেডি(এস) | ২ | ০ | ২ |
| ভিসিকে | ২ | ০ | ২ |
| সিপিআই | ২ | ০ | ২ |
| আরএলডি | ২ | ০ | ২ |
| জেকেএন | ২ | ০ | ২ |
| জেএনপি | ১ | ১ | ২ |
| ইউপিপিএল | ১ | ০ | ১ |
| এইচএএমএস | ১ | ০ | ১ |
| কেইসি | ১ | ০ | ১ |
| আরএসপি | ১ | ০ | ১ |
| এনসিপি | ১ | ০ | ১ |
| ভিওটিপিপি | ১ | ০ | ১ |
| জেপিএম | ১ | ০ | ১ |
| এসএডি | ১ | ০ | ১ |
| আরএলটিপি | ১ | ০ | ১ |
| ভারত আদিবাসী পার্টি | ১ | ০ | ১ |
| এসকেএম | ১ | ০ | ১ |
| এমডিএমকে | ১ | ০ | ১ |
| এসপিকেআর | ১ | ০ | ১ |
| আপনা দল | ১ | ০ | ১ |
| এজেএসইউপি | ১ | ০ | ১ |
| এআইএমআইএম | ১ | ০ | ১ |
| এজিপি | ০ | ১ | ১ |
| বিজেডি | ০ | ১ | ১ |
| ইন্ডি | ৬ | ১ | ৭ |

# াঙ্গন

## হ্যাট্রিকের লক্ষ্যে আসাম রাইফেলস : আন্তঃ স্কুল গার্লস ক্রিকেটে আজ দুই মাঠে তিনটি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল গার্লস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পরবর্তী তিনটি ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মঙ্গলবার বিরতির দিন ছিল। টুর্নামেন্টের কোনও ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়নি। আগামীকাল পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকাল পৌনে নয়টায় নন্দননগর স্কুল খেলবে প্রাচ্য ভারতি স্কুলের বিরুদ্ধে। একই মাঠে বেলা সোয়া একটায় ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির খেলবে বিদ্যাসাগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর বিরুদ্ধে।

নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে সকাল পৌনে ৯ টায় বড়দোয়ালি স্কুল ও আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, রবিবার টুর্নামেন্ট শুরু হয়ে দুদিনে দুই মাঠে তিনটি করে ছয়টি ম্যাচ ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল পরপর দুটি ম্যাচে জয়ী হয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। প্রথম ম্যাচে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির কে ২৫ রানে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির কে ৬৫ রানে পরাজিত করেছে।

আগামীকাল আসাম রাইফেল পাবলিক স্কুল তৃতীয় জয় অর্থাৎ জয়ের হ্যাটট্রিক এর জন্য মাঠে নামবে।

নন্দননগর স্কুল একটি মাত্র ম্যাচে বড়দোয়ালি স্কুলের বিরুদ্ধে খেলে সেটিতে ছয় উইকেটে জয়ী হয়ে আপাতত দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে।

আগামীকাল তারা দ্বিতীয় জয়ের উদ্দেশ্যে মাঠে নামছে। ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির প্রথম ম্যাচে প্রাচ্য ভারতী স্কুলকে ১১৬ রানের ব্যবধানে হারালেও দ্বিতীয় ম্যাচে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল এর কাছে ৬৫ রানে হেরে কিছুটা পিছিয়ে যেতে হয়েছে। আগামীকাল তাদের উদ্দেশ্য রয়েছে ফের জয়ে ফিরে আসা। এদিকে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির প্রথম ম্যাচে হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় কে ৮ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে।

বলা বাহুল্য, বড়দোয়ালী এবং প্রাচ্য ভারতি স্কুল পরপর দুই ম্যাচে পরাজয় স্বীকার করলেও তৃতীয় ম্যাচে জয় কে টার্গেট করে আগামীকাল তারা মাঠে নামার প্রস্তুতি নিয়েছে।

## ওপেন ন্যাশনাল মাস্টার গেমস ৭ জুন থেকে : রাজ্য দল এখন গোয়ার পথে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্য দল রওনা হয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে রাজ্য দল গোয়ার পথে। আগামী ৭ থেকে ১০ জুন ওপেন ন্যাশনাল মাস্টার্স গেমস অনুষ্ঠিত হবে। উদ্যোক্তা ওয়ান ন্যাশন, ওয়ান ফ্ল্যাগ, ওয়ান সোল স্পোর্টস এবং সর্বভারতীয় যুব ক্রীড়া ও শিক্ষা ফেডারেশন। রাজ্যের ২০ জন খেলোয়াড়ের একটি দল মঙ্গলবার গোয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে।

মাস্টার স্পোর্টস উইংয়ের পক্ষ থেকে ২০ সদস্যের এই রাজ্য দলকে জাতীয় গেমস খেলতে পাঠানো হয়েছে। সোমবার বিকেলে এই বিষয়ে খেলোয়ারদের নিয়ে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারী খেলোয়ার দল গোয়ায় প্রতিযোগিতা স্থলে পৌঁছুলে সেখানে খেলোয়াড়দের থাকা এবং খাবারের ব্যবস্থা করবে আয়োজকদের তরফ থেকে। মাস্টার স্পোর্টস উইংয়ের সাধারণ সম্পাদক বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের যাতায়াত ভাড়া এবং রাহা খরচের ব্যবস্থাপনায় এগিয়ে এসেছেন। রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা হলো: দেবস্মিতা লোধ, অনুরূপা সূত্রধর, সাহানারা বেগম, রাবিয়া বেগম, রাখী সাহা, দেবী রানী দাস, রুনা আক্তার, প্রিয়া ধানুক, প্রিয়াঙ্কা দেববর্মা, আলোকদীপ মারাক, আকাশ বর্মন, সাগর দেব, আয়ুষ নমঃ, গৌতম শূর, রীতা কর।

টিম ম্যানেজার - আশিস কর, কোচ - অমিয় কুমার দাস ও মৌমিতা দাস। উল্লেখ্য, রাজ্য দলের সাফল্যের বিষয়ে মাস্টার স্পোর্টস উইংয়ের উপদেষ্টা সভাপতি সম্পাদক সহ প্রত্যেকেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস - ২০২৪

মূল ভাবনা - ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুকরণ এবং খরা মোকাবিলা
স্লোগান - আমাদের ভূমি; আমাদের ভবিষ্যৎ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে আসুন আমরা নিম্নলিখিত পরিবেশ বান্ধব জীবন শৈলীগুলি অবলম্বন করি

- জলের অপচয় বন্ধ করি।
- বৃষ্টির জল ধরে রাখতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই।
- আবর্জনা ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করি।
- এককালীন ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক দ্রব্য বর্জন করি।
- ভেষজ গাছ লাগাই; গাছ বাঁচাই।
- জৈবিক সার ব্যবহার করি।
- বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করি।
- ট্রাফিক সিগন্যালে যানবাহন বন্ধ করে রাখি।
- তীব্র মাত্রায় শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্রের ব্যবহার থেকে বিরত থাকি।
- জলাশয়, নদী ইত্যাদি পরিষ্কার রাখি।

ICA/D-243/24

ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তর

## কুয়েতকে পাসের গোলকধাঁধায় বন্দি করার ছক ইগরের

কুয়েত নিজেদের মধ্যে প্রচুর পাস খেলে আক্রমণ শানায়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো ভারতীয় দলের রণকৌশলও নিজেদের মধ্যে অসংখ্য পাস খেলে বিপক্ষের ছন্দ নষ্ট করে দেওয়া। ফিফা ক্রমতালিকায় ভারত ১২১তম স্থানে। কুয়েত রয়েছে ১৩৯ নম্বরে। কোচ ইগর স্তিমাচ থেকে শুরু করে ফুটবলারদের কেউ-ই তা নিয়ে ভাবছেন না। শুভাশিস বসু বলেন, "কুয়েত খুবই ভাল দল। দুর্দান্ত ফুটবলার রয়েছে। দুই প্রান্ত দিয়ে দ্রুত গতিতে আক্রমণে ওঠে। দূরপাল্লার শটে গোল করার চেষ্টা করে। আমাদের লক্ষ্য থাকবে, রক্ষণ মজবুত করে খেলা। ভারতীয় দলের আক্রমণ ভাগে একাধিক ফুটবলার রয়েছে। ওদের ঠিক মতো ব্যবহার করতে হবে।" যোগ করলেন, "এই ম্যাচে মাথা ঠান্ডা রেখে খেলতে হবে। আমাদের আক্রমণ ভাগের যা শক্তি, গোল পাবই।"কুয়েতের প্রান্তিক আক্রমণের ঝড় থামানোর দায়িত্ব অনেকটাই লেফব্যাক শুভাশিসের উপরে থাকবে। কী ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন? মোহনবাগান অধিনায়কের কথায়, "কুয়েতের খেলার অনেক ভিডিয়ো আমাকে দেখিয়েছেন কোচ। চেষ্টা করব ওদের আক্রমণ থামাতে।"বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের তৃতীয় পর্যায়ে প্রথমবার ভারতীয় দল উঠতে পারবে কি না নির্ভর করছে কুয়েত দ্বৈরথের ফলের উপরেই। এই ম্যাচেই শেষ বারের মতো জাতীয় দলের হয়ে খেলবেন সুনীল। এই পরিস্থিতি কি বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে? শুভাশিস বললেন, "এই ম্যাচ জিতলে প্রথমবার তৃতীয় পর্যায়ে উঠে ইতিহাস গড়ার হাতছানি রয়েছে আমাদের সামনে। কুয়েতকে হারিয়েই জাতীয় দলের জার্সিতে সুনীল ভাইয়ের শেষ ম্যাচ স্মরণীয় করে রাখতে চাই।"



### নিখোঁজ কিশোরী এবং পলাতক আসামির সন্ধানের বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া নিখোঁজ কিশোরী নাম উর্মিলা দাস, বয়স ১৩ বছর, পিতা - শ্রী বাহুদেব দাস, ঠিকানা - জামতুম, বাগান টিলা, থানা - কচুছড়া, জেলা ঃ ধলাই ত্রিপুরা, গায়ের রঙ ঃ কালো, উচ্চতা ঃ- ৪ ফুট এবং উপরে ছবিতে দেওয়া পলাতক আসামীর নাম জয়দীপ শব্দকর, বয়স - ২২ বছর, পিতা - শ্রী জন্টু শব্দকর, ঠিকানা - হারেরখেলা, থানা - কমলপুর, জেলা ঃ ধলাই ত্রিপুরা, গায়ের রঙ ঃ শ্যামলা, উচ্চতা ঃ- ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। উক্ত কিশোরীকে গত ০৪/০৫/২০২৪ ইং তারিখে শ্রী জয়দীপ শব্দকর নামে এক ব্যক্তি অপহরণ করিয়া নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাদের কাউকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

উক্ত বিষয়ে কমলপুর থানায় গত ২১/০৫/২০২৪ ইং তারিখে ধারা ৩৬৩ আইপিসি এবং ০৪ পিওসিএসও ধারা মূলে একটি মামলা নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ০৫/২০২৪ এবং উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।

উক্ত নিখোঁজ কিশোরী এবং পলাতক আসামী সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-
পুলিশ সুপার, ধলাই জেলা, আমবাসা
দূরাভাষ নম্বর ঃ- ০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল, ধলাই)
০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস), ৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)

ICA/D/239/24

স্বাক্ষর
পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা, আমবাসা

## বিশ্বকাপের পরই দায়িত্ব ছাড়ছেন সাংবাদিক সম্মেলনে নিজেই জানালেন দ্রাবিড়

**নিউ ইয়র্ক:** নিউ ইয়র্কের নাসাও কাউন্টি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম বর্তমানে রীতিমতো দুর্গ বিশেষ! একখানা মশা বা মাছিও সে অঞ্চল দিয়ে নিশ্চিন্তে গলবে, তার উপায় নেই। পাঁচশো মিটার পরপর একটা করে এনওয়াইপিডির পুলিশ ভ্যান। মাঠের সমস্ত 'এন্টি পয়েন্ট'-এ কড়া 'চেকিং'। স্নাইপার। হেলিকপ্টার। কম্যান্ডো। কে নেই? কারা নেই? দেখলে সময়-সময় মনে হবে, বিশ্বকাপ কভার করতেই মার্কিন মুলুকে এসেছি তো? নাকি যুদ্ধ-বিগ্রহ কভার করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে?এ যে সাক্ষাৎ 'ওয়ার জোন'!আসলে আগামী ৯ জুন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে জঙ্গি হানার আশঙ্কা রয়েছে যেহেতু, তাই নিরাপত্তার সঙ্গে সামান্যতমও আপস করা হচ্ছে না প্রশাসনের পক্ষ থেকে। নাসাও কাউন্টির মাঠেই ভারত গ্রুপ পর্বের সমস্ত ম্যাচ খেলবে। পাকিস্তান যুদ্ধও এ মাঠে। তাই নিরাপত্তার এমন বজ্রআঁটুনি। সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা শনশনে আবহ বিশ্বকাপের মঞ্চ জুড়ে। যেখানে ক্রিকেট ব্যাটের আওয়াজ কম, বেয়ানেটের আওয়াজ বেশি!সোমবার নাসাও কাউন্টির মাঠ থেকে সাত কিলোমিটার দূরের ক্যান্টিয়াগ পার্কের মাঠে পূর্ণ প্র্যাকটিস সেশনে নেমে পড়লেন রোহিত শর্মারা। টিম প্র্যাকটিসে নামার পূর্বে দেখা গেল, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত প্রধান যিনি, সেই ব্রুস ব্লেকম্যানকে ভারতীয় কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের (ট্রখঙ্কন ঙ্গন্খন্তুত্ম) সঙ্গে একপ্রস্থ আড্ডা দিতে। মার্কিন ভদ্রলোক দ্রাবিড়কে বলছিলেন যে, আমেরিকা বেসবলের দেশ। কিন্তু তাঁরাও ধীরে ধীরে ক্রিকেট নামক খেলাটা বোঝার চেষ্টা করছেন! তখনও বোঝা যায়নি, আড্ডা শেষে দ্রাবিড় নিজেই শোরগোল ফেলে চলে যাবেন! দ্রাবিড় তো সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বলে দিলেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর তিনি আর ভারতীয় দলের কোচ থাকবেন না!

দেখতে গেলে, এ দিন আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার কথা ছিল বিরাট কোহলির। দীর্ঘক্ষণ ধরে প্র্যাকটিস করলেন যিনি। কিছু পরে রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্থদের নেটে যেতে দেখা গেল। হার্দিক পাণ্ডিয়াকে দিয়ে অনেকক্ষণ টানা বোলিং করানো হল। আগামী ৫ জুন আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে ভারত। দ্রাবিড় বলছিলেন, "টিমের প্রথম দশ কারা হতে পারে, এখনই বলে দিতে পারি। একজন শুধু চূড়ান্ত করা বাকি।" কিন্তু তার পর যেটা বললেন, তা প্রত্যাশিত হয়েও অপ্রত্যাশিত !এটা সর্বজনবিদিত যে, দ্রাবিড় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আর কোচ থাকবেন না। নতুন করে তিনি কোচের পদে তিনি আবেদনও করেননি। এ দিন ভারতীয় ক্রিকেটের 'দ্য ওয়াল' তাতে সিলমোহর দিয়ে গেলেন। দ্রাবিড় বলছিলেন, "টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপই কোচ হিসেবে আমার শেষ অ্যাসাইনমেন্ট। দুর্ভাগ্যজনক হলেও নতুন করে আবেদন করা আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না।"

এরপর শিরোনাম তিনি ছাড়া আর কে হবেন?

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023


# উত্তরপূর্বাঞ্চলে বিজেপির পাল্লা ভারী

**আসাম ঃ** লোকসভা নির্বাচনে অসমের মোট ১৪ আসনের মধ্যে বিজেপি ৯, একটি করে দুই শরিক দল যথাক্রমে 'ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল' (ইউপিপিএল) এবং 'অসম গণ পরিষদ' (অগপ)-এর ২ সহ মোট ১১ আসনে এগিয়ে এনডিএ। পাশাপাশি তিনটি আসনে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। প্রায় শেষ পর্বে ভোট গণনা চলছে।

নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে ৯টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। এর মধ্যে ৪ নম্বর দরং-ওদালগুড়ি আসনে দিলীপ শইকিয়া ২,৯৬,৭৭৪ (প্রাপ্ত ভোট ৭,৯৯,৭৩৮) ভোট, ৫ নম্বর গুয়াহাটি আসনে বিজুলি কলিতা মেধি ২,১৬,৯৩২ (প্রাপ্ত ভোট ৭, ৬৫,৬৭৩), ৬ নম্বর ডিফু আসনে অমরসিং তিসো ১,৩১,৭৩৩ (প্রাপ্ত ভোট ৩০৫৭৯৫), ৭ নম্বর করিমগঞ্জে কৃপানাথ মাল্লা ১৫, ৫৭০ ভোট (প্রাপ্ত ভোট ৩,২৮, ২৫১), ৮ নম্বর শিলচরে পরিমল শুক্লবৈদ্য ২,৬৫,৫৭৬ (প্রাপ্ত ভোট ৬,০৪,৭০৫), ১০ নম্বর কাজিরঙায় কামাখ্যা প্রসাদ তাসা ২,০৩,৮৬৭ (প্রাপ্ত ভোট ৮০৭৪০৪) ভোট, ১১ নম্বর শোণিতপুরে রঞ্জিত দত্ত ৩, ৩৯,৪৪৫ (প্রাপ্ত ভোট ৭,২৯, ৮৮৭) ভোট, ১২ নম্বর লখিমপুরে প্রদান বরুয়া ১,৯৮,০০০ ভোট (প্রাপ্ত ভোট ৬,৫৪,৬৫৩) এবং ১৩ নম্বর ডিব্রুগড় আসনে সর্বানন্দ সনোয়াল ২,৭৫,৮৯৫ ভোটে (প্রাপ্ত ভোট ৬,৮৬,২৮৫) এগিয়ে রয়েছেন।

এদিকে বিজেপির মিত্রজোট ইউপিপিএল প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারি ১ নম্বর কোকরাঝাড় আসনে ৪৮, ২৭৪ ভোট (প্রাপ্ত ভোট ৪,২৪, ৩৭০) এবং ৩ নম্বর বরপেটা আসনে অগপ প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী ২,০৩,২৪৯ (প্রাপ্ত ভোট ৭,৩৮,৪৮৬) ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে ২ নম্বর ধুবড়ি আসনে বিদায়ী সাংসদ এআইইউডিএফ-সুপ্রিমো

বদরউদ্দিন আজমলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হুসেন। সর্বশেষ ফলাফল অনুযায়ী রকিবুল পেয়েছেন ১২।

**সিকিম ঃ** লোকসভার একটি আসন নির্বাচন হয়েছে সিকিমে। তাতে জয়ী হয়েছেন এসকেএম। বর্তমানে এসকেএম সরকারি সম্প্রতি বিধানসভায় জয়ী হয়েছে।

**মণিপুর।।** চলমান অস্থিরতার মাঝে মণিপুরে লোকসভা নির্বাচনে দুইটি আসনে কংগ্রেস বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। বিজেপি এবং এনপিএফ পরাজিত হয়েছে। ইনার মণিপুর আসনে কংগ্রেস প্রার্থী অঙ্গমছা বিমল অকইজাম ১ লক্ষ ৯ হাজার ৮০১ ভোটের ব্যবধানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী তহউনওজম বসন্ত কুমার সিংহ-কে পরাজিত করেছেন। অন্যদিকে, আউটার মণিপুর আসনেও কংগ্রেস প্রার্থী আলফ্রেড কনঙ্গম এস আরথুর ৮৫ হাজার ৪১৮ ভোটের ব্যবধানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনপিএফ প্রার্থী কাছুই টিমোথী জিমিক-কে পরাজিত করেছেন।

**নাগাল্যান্ড ঃ** বহুদিন পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম পাহাড়ি রাজ্যে নাগাল্যান্ডে জয়ের স্বাদ পেল কংগ্রেস। রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিধানসভা বা লোকসভায় জিততে পারেনি কংগ্রেস। কিন্তু এবার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস রাজ্যের শাসক দল এনডিপিপিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে।

কংগ্রেস প্রার্থী এস সুফংমেরেন জামির রাজ্যের একমাত্র আসন নাগাল্যান্ডে মোট ৪০১৯৫১ ভোটে জয়ী হয়েছেন। তিনি ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্র্যাটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি (এনডিপিপি)-প্রার্থী ড় চুম্বেন মুরিকে ৫০,৯৮৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। ড় চুম্বেন মুরি পেয়েছেন মোট ৩৫০৯৬৭ ভোট। এছাড়া নির্দলীয় প্রার্থী হাইথুং তুঙ্গো লোথা পেয়েছেন ৬,২৩২টি ভোট। নোটায় ভোট পড়েছে ১,৬৪৬টি।

**অরুণাচল প্রদেশ ঃ** অরুণাচল প্রদেশের দুটি আসনেই ফুটেছে পদ্ম। বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন কিরেন রিজিজু এবং তাপির গাও। উল্লেখ্য, অরুণাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনও হয়েছিল। দুদিন আগে ভোট গণনার ফলাফলে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তৃতীয়বারের মতো রাজ্যে ক্ষমতাসীন। ৬০ আসনের বিধানসভায় বিজেপি ৪৬ আসনে বিজয় হাসিল করেছে। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল দেখে রাজনৈতিক মহল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, লোকসভা নির্বাচনেও মোট দুটি আসনেও জিতবে বিজেপি।

অরুণাচল পশ্চিম সংসদীয় আসনে বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ২,০৫,৪১৭ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন। কংগ্রেস প্রার্থী নাবাম তুকিকে ১,০০,৭৩৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন কিরেন।

নাবাম তুকি পেয়েছেন ১,০৪,৬৭৯ ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী তেজি রানা পেয়েছেন ৩৩,৩১৪ ভোট, গণ সুরক্ষা পার্টির প্রার্থী টোকো শীতল পেয়েছেন ৩০,৫৩০ ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী বিম্পাক সিগা পেয়েছেন ১১,৫১৮ ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী রংহি তাগুং পেয়েছেন ৭,৮২১ ভোট, আরেক নির্দলীয় প্রার্থী লেকি নরবু পেয়েছেন ২,২৭১টি ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী তানিয়া জুন পেয়েছেন ১,৯৫৮টি ভোট। নোটায় মোট ভোট পড়েছে ২, ২৯৬টি।

এদিকে অরুণাচল পূর্ব আসনে বিজেপি প্রার্থী তাপির গাও ১৪৫৫৮১টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তাপির গাও তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের বসিরাম সিরানকে ৩০৪২১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। বসিরাম সিরাম পেয়েছেন ১১৫১৬০ ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী তামাত গামোহ পেয়েছেন ২৭৬০৩ ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী সোতাই ক্রি পেয়েছেন ১৪৩১২ ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী ওমক নীতিক পেয়েছেন ৯৩৬৯টি ভোট, অরুণাচল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী বন্দে মিলি পেয়েছেন ৬,৬২২ ভোট এবং নোটায় পড়েছে ৪,৮৯৫টি ভোট।

**মেঘালয় ঃ** মেঘালয়ের দুটি লোকসভা আসনের ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। শিলং আসনে ভয়েস অব দ্য পিপল পার্টি (ভিওটিপিপি)-র ড় রিকি অ্যান্ড্রু জে সিংককে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছে কমিশন। এদিকে এনপিপি-র হাত থেকে তুরা আসন ছিনিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস। তুরায় জয়ী হয়েছেন কংগ্রেসের সালেং এ সাংমা।

শিলং আসনের পিপল পার্টির প্রার্থী ড় রিকি অ্যান্ড্রু জে সিংকন ৫,৭১, ০৭৮ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তিনি কংগ্রেস প্রার্থী বিদায়ী (তিনবারের) সাংসদ ভিনসেন্ট এইচ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# চিকিৎসা ও আধ্যাত্মিক পর্যটনের মাধ্যমে যুব সমাজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই প্রথম কাজ: বিপ্লব

এনে রাজ্যের যুবসমাজের কর্ম স

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন:** চিকিৎসা এবং আধ্যাত্মিক পর্যটনকে রাজ্যে এনে রাজ্যের যুবসমাজের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করবেন বিপ্লব কুমার দেব। লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে বিপুল ভোট জয়ী হয়ে এমনটাই জানালেন তিনি।

বিপ্লব কুমার দেব বলেন, তিনি যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করেছেন আবার কিছু কাজ করতে পারেননি। রাজ্যবাসী পুনরায় উনার উপরে ভরসা করে তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি তার দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানান।

তিনি বলেন, চিকিৎসার জন্য রাজ্যের মানুষকে বহি:রাজ্যে যেতে হয়। তাই রাজ্যে একটি বড় কোম্পানীকে নিয়ে এসে চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তুললে যুবসমাজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। পাশাপাশি রাজ্যের মানুষ আরো ভালো চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন।

এছাড়াও দেশের নিরিখে বিজেপির ফলাফল সম্পর্কে তিনি বলেন, ৪০০ পার করার কথা বলেছিল বিজেপি। সেই সংখ্যা পার না হলেও দেশজুড়ে বিজেপির ফলাফল যথেষ্ট ভালো। ওড়িশা , কেরালা সহ বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি অবিশ্বাস্য ফলাফল করেছে। যেসব জায়গায় ফলাফল কিছুটা আসন কমেছে সেখানে বিজেপি আরো ভালোভাবে কাজ করবে বলে জানালেন পশ্চিম আসনের জয়ী প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব।

# মদমত্ত অবস্থায় এমডিসির দেহরক্ষীর তান্ডব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন:** মদমত্ত অবস্থায় তান্ডব চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার স্বীকার হলেন এমডিসির দেহরক্ষী। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বীরচন্দ্র মনু ও কলসী এডিসি ভিলেজের এমডিসি সঞ্জীব রিয়াং এর দেহরক্ষী রাজিব দেবনাথ মদমত্ত অবস্থায় তান্ডব চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার স্বীকার হয়। জানা যায় দেহরক্ষী রাজীব দেবনাথ প্রতিনিয়ত এইভাবে মদমত্ত অবস্থায় থাকে এমনটাই অভিযোগ।

আজকের দিনেও মদমত্ত অবস্থায় বাইক নিয়ে বীরচন্দ্র মনু বাজারে তান্ডব চালাতে গিয়ে বাজারে শনি মন্দির সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনার স্বীকার হয়। পরবর্তীসময় স্থানীয় লোকজনেরা ঘটনাস্থল থেকে দেহরক্ষীকে জঙ্গল থেকে উঠিয়ে আনলে সে পুনরায় বাইক নিয়ে চলে যাবার পথে বীরচন্দ্রমনু জোনাল অফিস সংলগ্ন এলাকায় পুনরায় দুর্ঘটনার শিকার হয় বলে জানান স্থানীয়রা।

নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে গিয়ে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে করে দেহরক্ষী রাজীব দেবনাথের পা ভেঙ্গে যায় বলে জানায় স্থানীয়রা। দুর্ঘটনাগ্রস্থ অবস্থায় তার সঙ্গে সার্ভিস রিভলবার ছিলো বলে জানা যায়। এ নিয়ে সকলের মনে প্রশ্ন জাগছে সে কি করে ডিউটি অবস্থায় সুরাপান করে এইধরনের তান্ডব চালাচ্ছে।

আজকের দিনে দেহরক্ষীর ডিউটি না থাকলে তবে তার সাথে কেন সার্ভিস রিভলবার রাখা হয়েছে। এই নিয়ে প্রশ্ন করছে সাধারন লোকজনেরা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মনপাথর ফাঁড়ী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত দেহরক্ষীকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। এখন দেখার বিষয় দেহরক্ষীর এই ধরনের তান্ডবের বিরুদ্ধে দপ্তর কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

# ফল ঘোষণার পর বিশালগড়ে বিভিন্ন স্থানে হিংসাত্মক ঘটনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ জুন।।** নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে বিশালগড় সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত কিছু হিংসাত্মক ঘটনার খবর মিলেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বিভিন্ন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হলেও এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া এলাকায় মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয় এক যুবককে। দুষ্কৃতীদের অস্ত্রের আঘাতে ওই যুবকের মাথা ফেটে চৌচির।দেহের বিভিন্ন স্থানে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত। তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। অবস্থা বেগতিক দেখে রেফার করে দেওয়া হয় হাঁপানিয়া হাসপাতালে। আক্রান্ত যুবকের নাম প্রসেনজিৎ দেবনাথ। বিশালগড় অফিস টিলা এলাকায় আরেকদল দুষ্কৃতী শাসকদলের নাম ভাঙ্গিয়ে বিশালগড়কে অশান্ত করে তোলার জোর চেষ্টা চালায়। আক্রমণ করা হয় অফিসটিলার বাসিন্দা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অবনী দেবনাথ এর বাড়িতে। বাড়ি ভাঙচুর সহ ব্যাপক লুটপাট চালায় একাধিক জায়গায়। ব্যবসায়ী অবনী দেবনাথ এর বাড়িতে লুটপাট করে নিয়ে যাওয়ার পর ঘটনাস্থলে হাজির হয় পুলিশ বাহিনী। পরিবারের লোকজন জানান, তারা বাড়িতে ছিলেন না। সেই সুযোগে বাড়িতে প্রবেশ করে ঘরের দরজা ভেঙ্গে সমস্ত আসবাবপত্র তছনছ করে লুটপাট চালায়। অন্যদিকে ,সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ প্রসেনজিৎ দেবনাথ বাড়ির উদ্দেশ্যে বাইক নিয়ে বাড়ি ফিরছিল।বিশালগড় জাঙ্গালিয়া বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন স্থানে পৌঁছা মাত্রই একদল দুষ্কৃতী তার পথ আগলে দাঁড়ায়। তাকে বাইক থেকে নামিয়ে প্রথমে এলোপাথাড়ি চর লাঠি ঘুষি, এবং পরবর্তী সময়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। প্রসেনজিতের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেলে প্রচন্ড চিৎকার শুরু করে। দুষ্কৃতীদের একজন তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে প্রানে মারার হুমকি দেন বলে অভিযোগ। অন্যান্যরা তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে রক্তাক্ত করে। তার চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে তাকে প্রাণে রক্ষা করেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে তার মাথায় অনেকগুলি সেলাই লাগে। এরপর তাকে তড়িঘড়ি আগরতলা রেফার করে দেয়া হয়। তার একটি হাত ভেঙ্গে যায়। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল সেট ও কিছু টাকা হাতিয়ে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে যান বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন সহ পুলিশ বাহিনী। বিশালগড় থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত মামলা করে প্রসেনজিতের পরিবার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নির্বাচনের ফল ঘোষণার অপেক্ষায় থাকে একদল দুষ্কৃতী। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার লক্ষ্যে এই সময়টাকে বেছে নেয় দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীদের দুষ্কৃতিপনার জন্য কলঙ্কিত হতে হয় রাজনৈতিক দলকে। যারা শাসকের ক্ষমতায় আসেন তারাই কলঙ্কিত হচ্ছেন ঐসব দুষ্কৃতীদের দুষ্কৃতিপনায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাতে প্রক্ষম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার শুষ্ক তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

## টমটম দুর্ঘটনায় মৃত এক আহত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জুন।।** টমটম দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। অপর ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত বাইশঘড়িয়া এলাকায়।জানা যায় মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানা ধীন বাইশঘড়িয়াতে খোয়াই নদীর উপরে অবস্থিত সেতুতে একটা টমটম কোনভাবে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।এতে দিলীপ সরকার (৪৫)এবং অর্জুন সরকার (৫৫)নামে দুই ব্যক্তি ছিল।এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা রক্তাক্ত দুই ব্যক্তিকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক টমটম চালক দিলীপ সরকারকে মৃত বলে ঘোষণা করে, এবং গুরুতর আহত অর্জুন সরকারকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আগরতলায় চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হয় বলে জানা গেছে। টমটম দুর্ঘটনায় মৃত দিলীপ সরকারের মৃতদেহ বর্তমানে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে রাখা হয়েছে আগামীকাল ময়নাতদন্তের উপর মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে, এদিকে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে সর্বত্র।

# সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ঊনকোটি এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত শিববাড়ী গ্রাম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৪ জুন:** ছোট্ট পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা। আর এখানকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা সাধারণত পাহাড়, বন ও প্রকৃতিকে আঁকড়ে ধরে বসবাস করে। যার কারণে এ জনগোষ্ঠীর লোকেরা আধুনিক সুযগে-সুবিধা থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। জীবন-জীবিকার তাগিদে, পেশাগত ও অন্যান্য কারণে আদিবাসী জাতির মানুষেরা দুর্গম পাহাড় বনাঞ্চলে বসবাস করে থাকে।

ঝা চকচকে শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত ঊনকোটি এ.ডি.সি ভিলেজের অন্তর্গত শিববাড়ী গ্রাম। ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসরের গৌরনগর ব্লকের অধীনে ঊনকোটি এ.ডি.সি ভিলেজের শিববাড়ী গ্রামে রয়েছে রিয়াং সম্প্রদায়ের বসবাস। প্রায় ৬০ পরিবারের দুইশতের অধিক রিয়াং জনজাতির বসবাস রয়েছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছলেও ২৪ ঘন্টায় পরিষেবার নামে ৬ থেকে ৭ ঘন্টার বেশী বিদ্যুৎ পরিষেবা যেন স্বপ্নের মত।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৬০ পরিবারের অধিকাংশ পরিবার ঘর পেলেও কয়েকজন এখনো ঘর পাননি বলে জানা যায় স্থানীয়দের কাছ থেকে। তবে পরিচ্ছন্ন জল এখনো পৌঁছয়নি রিয়াংবস্তিতে। মাঝে মধ্যে সরকারের তরফ থেকে গাড়ি দিয়ে রিয়াং বস্তিতে জল পৌঁছে দিলেও বিগত একমাস ধরে জলের গাড়িও তাদের বস্তিতে যাচ্ছেনা বলে অভিযোগ।

আর এই অবস্থায় একমাত্র ছড়ার জলের ওপরই নির্ভর করতে হয় এখানকার জনজাতিদের। টিলাভূমির উপর থেকে নিচে ছড়া থেকে জল আনতে প্রায় ঘন্টাখানেক সময় লাগে বলে জানান সেখানকার এক স্থানীয় বাসিন্দা। তবে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় ছড়ায় তেমন একটা জল না থাকায় অসুবিধায় পড়েছেন সেখানকার মানুষ।

তাই সরকারের কাছে তাদের দাবী প্রতিদিন যদি জলের গাড়ি দিয়ে অন্তত এক গাড়ি জল দেওয়া যায় তবে তারা পরিশোধ্য জল পান করতে পারেন।স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, দুর্গম এসব পাহাড়ি টিলার পল্লীতে ঝর্ণা ও ছড়ার জল থাকলেও সবসময় সেখানে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর জল পাওয়া যায় না। ফলে, ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে তাদের। এছাড়াও এইধরনের জল পান করার ফলে বিভিন্ন রকম জলবাহিত রোগ দেখা দেয় বলেও জানান স্থানীয় এক বাসিন্দা।

# ১৫ কোটির ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন:** মাদক পাচারের বিরুদ্ধে ফের বড়সর সাফল্য পেল বিএসএফ ও ডিআরআই। যৌথ অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ১৫ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট।ডিআরআই- এর গোপন খবরের ভিত্তিতে বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) মোহনপুরের দায়িত্বে থাকা ৪২ নং ব্যাটালিয়ানের বিএসএফ সৈন্যদের দ্বারা একটি পরিকল্পিত যৌথ অভিযান চালানো হয়েছিল। অভিযানের সময়, একটি মারুতি এক্স এল ৬ গাড়িটি( এ এস ১১ এ বি ৩৬৯০) শিলচর থেকে খোয়াই হয়ে আগরতলা যাচ্ছিল।গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেই গাড়িটিকে আটক করে বিএসএফ জওয়ানরা। গাড়িটির তল্লাশিতে ইয়াবা ট্যাবলেটের ১৫ টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়েছে। গাড়ির চালককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# বিরোধীরা লাইনচ্যুত হয়েছে: ব্রজেশ পাঠক

লখনউ, ৪ জুন (হি. স.): মঙ্গলবার সকাল থেকে গোটা দেশের অন্যান্য আসনের সঙ্গেই উত্তর প্রদেশের ৮০টি আসনে ভোটগণনা শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে দেখা যাচ্ছে, গোটা দেশে এনডিএ এগিয়ে রয়েছে বিরোধীদের থেকে। এই প্রবণতার মধ্যেই বিরোধীদের তীব্র নিশানা করলেন উত্তর প্রদেশের উপ---মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক। তিনি বলেন, বিরোধীরা লাইনচ্যুত হয়েছে। বিরোধীরা ভিত্তিহীন, তাদের কোনো নীতি নেই। জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে।উল্লেখ্য, প্রাথমিক প্রবণতা অনুযায়ী, বিজেপি এগিয়ে ২৩৭টি আসনে, কংগ্রেস ৯৭টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। এছাড়াও সমাজবাদী পার্টি ৩৪টি আসনে এগিয়ে রয়েছে।

# ২০২৪শে'র লোকসভা নির্বাচনের দুটি আসন ও উপনির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর রাজধানীতে র‍্যালি

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।